নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

NAAC কর্তৃক মূল্যায়িত

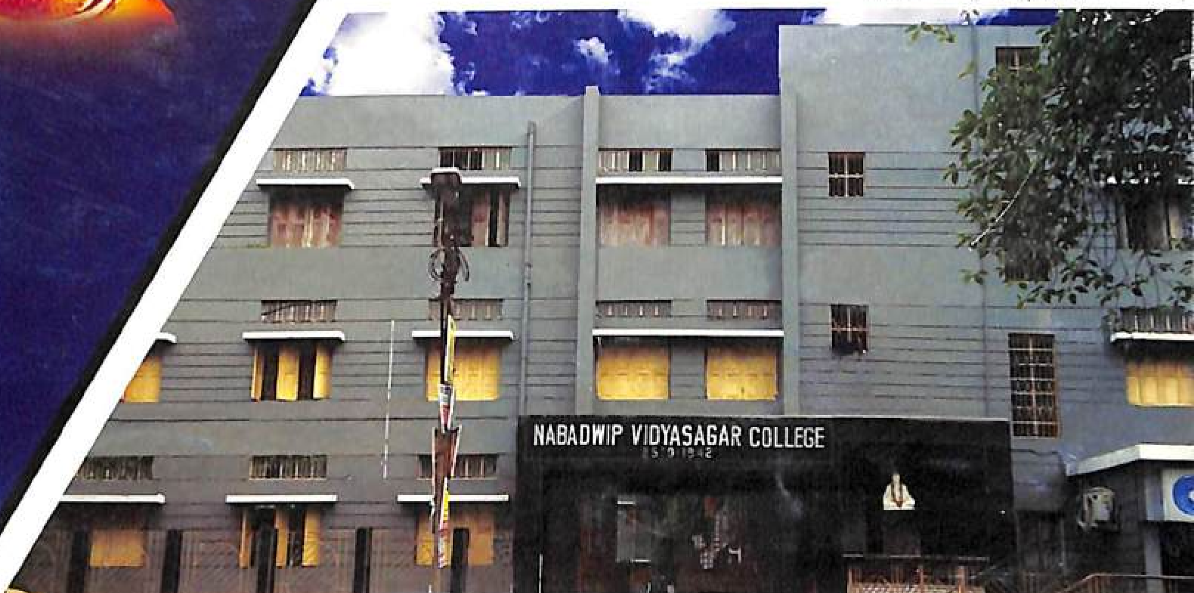

পত্রিকা

২০১৮

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
विद्यासागर कलेज
नवद्वीप धाम
ज्ञान त्याग सेवा

ucation is an endless journey through knowledge and enlightenment

Dr. A.P.J. Abdul Kalam

ছাত্রসংসদের প্রতিনিধিবৃন্দ

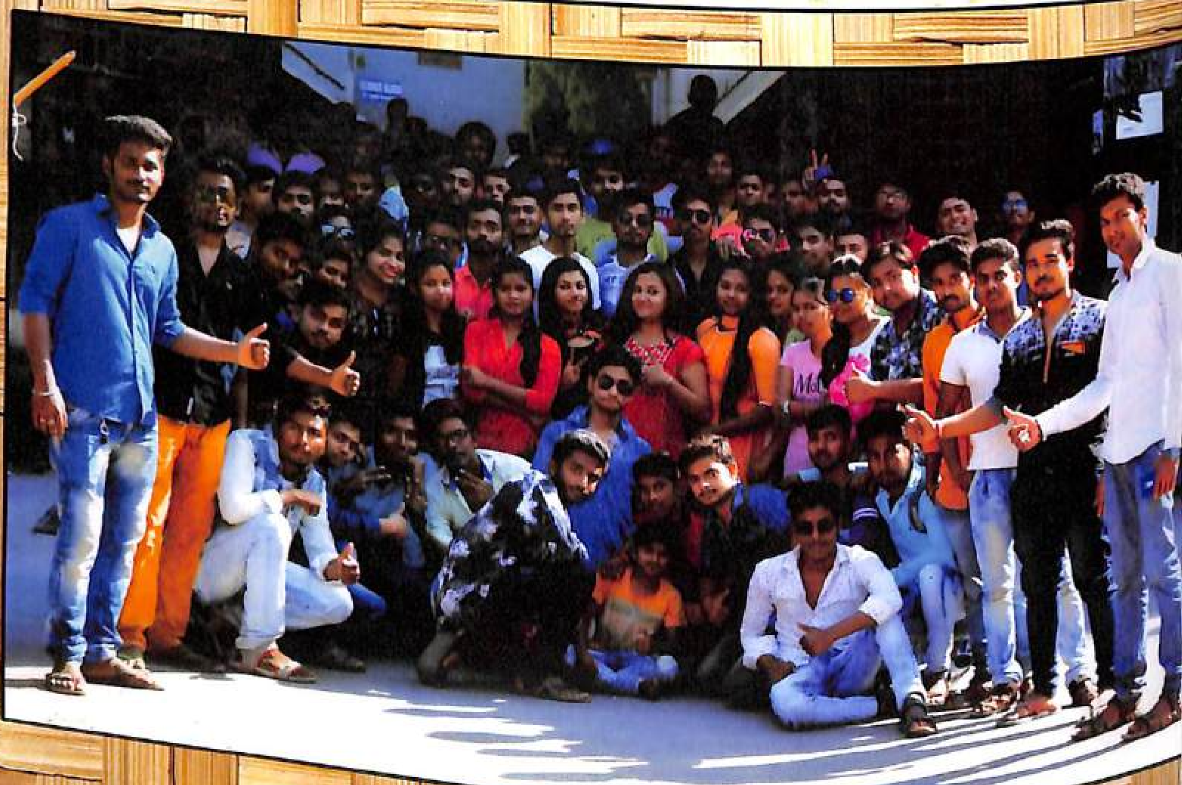

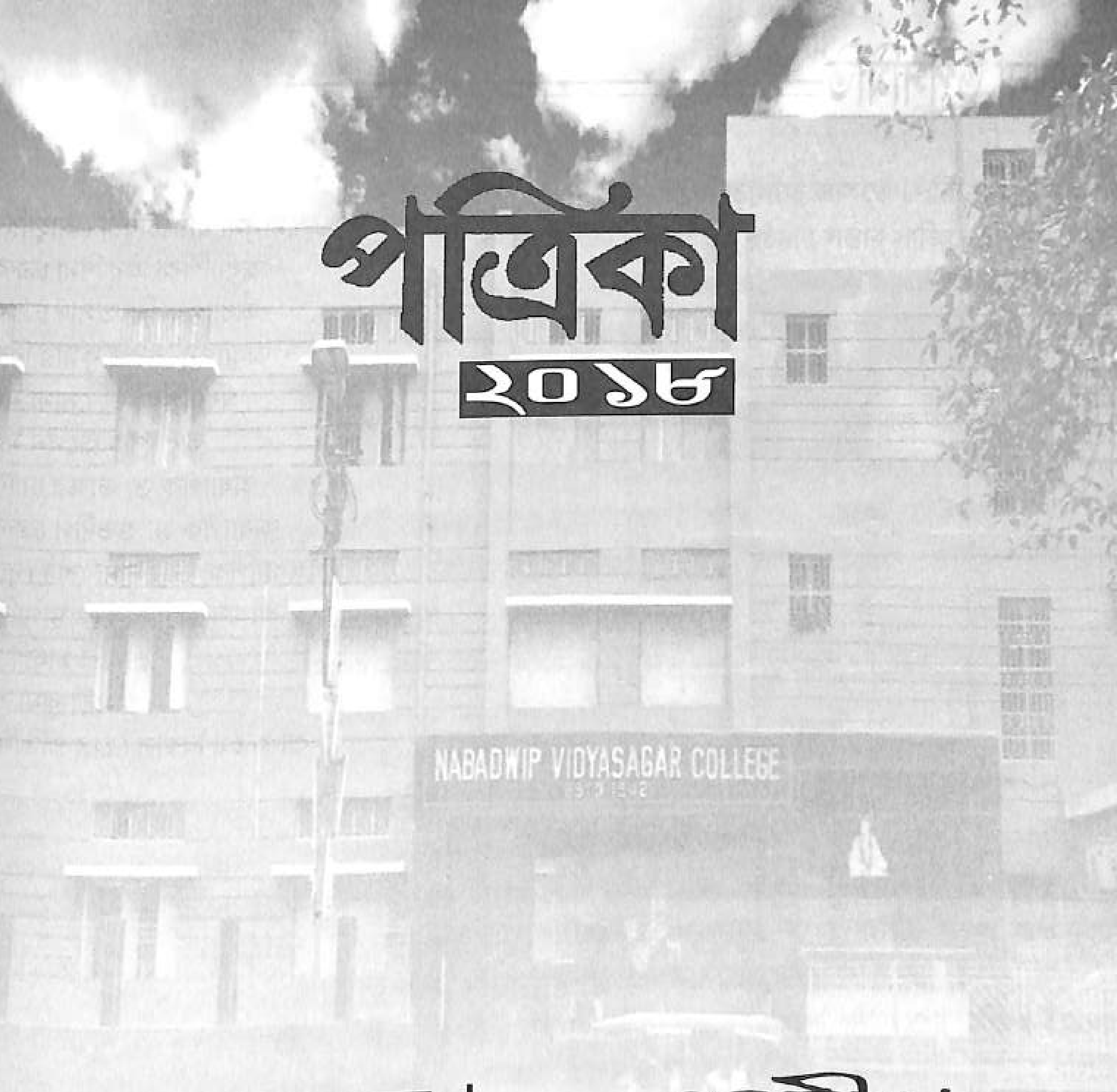

পত্রিকা

২০১৮

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
বিদ্যাসাগর কলেজ
নবদ্বীপ ধাম
জ্ঞান ত্যাগ সেবা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ ✡ নদিয়া

প্রকাশনা উপসমিতি

অধ্যাপিকা ড. মৌসুমী রায়চৌধুরী (আহ্বায়িকা)
অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী
অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী
অধ্যাপক অরুণ কুমার বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ড. সোমা মণ্ডল
অধ্যাপক রূপেন মণ্ডল
অধ্যাপক ড. ভাস্কর চ্যাটার্জী
অধ্যাপক ড. শুভদীপ চক্রবর্তী
অধ্যাপিকা ড. সোমা শেঠ (দুলে)
শ্রীঅমলেন্দু দাস (গ্রন্থাগারিক)
শ্রীমতী মাধুরী সাহ
শ্রীমতী ঝুমা সাহা
শ্রী ঋতম বিশ্বাস (ছাত্র প্রতিনিধি)

অলংকরণ

দীপঙ্কর দেবনাথ (চিন্টু)

বর্ণ বিন্যাস ও মুদ্রণ

কান্তি প্রেস
পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ, নদীয়া
মুঠোফোন ৯০৯৩২৭৯৩৭৫

শ্রদ্ধায় : স্মরণে

"শুধু যাওয়া আসা, শুধু স্রোতে ভাসা" — সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে পেরিয়ে এলাম আরও একটা বছর। প্রতিবারের মতো এবারও ছাত্র/ছাত্রীদের বিচিত্র রচনার সম্ভার সাজিয়ে প্রকাশিত হতে চলেছে ২০১৮ বর্ষের কলেজ পত্রিকা যার প্রতি পাতায় ভাবে, ভাষায় ফুটে উঠবে জীবনের ছবি — পথ চলা আর চলার আনন্দ। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর করাল কশাঘাতে জীবনের এই আনন্দময় গতি হয় রুদ্ধ; জীবন থমকে দাঁড়ায়। স্বজন হারানোর বেদনায় হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অশ্রুজলে বুক ভেসে যায়। তাই এলাকায়, দেশে, বিদেশে, নিকট-দূরে, জানা-অজানা, খ্যাত-অখ্যাত যাঁরা আজ আমাদের মধ্যে নেই তাঁদের জন্য পত্রিকার সূচনাপর্বে শোকার্ত চিত্তে আমাদের এই মালা গাঁথা "শ্রদ্ধায়ঃ স্মরণে"।

আমরা শোকস্তব্ধ কলেজের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (২০০৩-২০০৮) ও রাসায়ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ রতন কুমার ব্যানার্জী মহাশয়, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ পূর্ণেন্দু মন্ডল মহাশয় ও পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক এবং কলেজের প্রথম এন.সি.সি অফিসার মুকুল বিকাশ সাহা মহাশয়ের চিরবিদায়ে। একই সঙ্গে স্মরণ করি সংস্কৃত বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক বাসুদেব ঘোষ মহাশয়, কলেজের প্রথম হিসাব রক্ষক করণিক শ্রী অনন্ত কুমার দে মহাশয় এবং প্রাক্তন হিসাবরক্ষক করণিক শ্রীসুকোমল মিত্র মহাশয়কে। সমগ্র কলেজ তাঁদের বিয়োগ বেদনায় ভারাতুর। তাঁদের দায়িত্বশীল ভূমিকা, সুব্যক্তিত্ব ও অমূল্য অবদানের কথা কলেজ চিরদিন মনে রাখবে। তাঁদের সকলকে আমরা বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি এবং তাঁদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

একই সঙ্গে স্মরণ করি এই সময়কালে কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শুভানুধ্যায়ী অভিভাবকবৃন্দ ও এই অঞ্চলের অধিবাসীদের যাদের আমরা হারিয়েছি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, জাতীয় পর্যায়ে, রাজ্যস্তরে করেকজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছেন যেমন — বাংলার চিত্রজগতের মহানায়িকা সুপ্রিয়া দেবী, প্রখ্যাত বলিউড অভিনেতা শশীকাপুর ও 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেত্রী শ্রীদেবী, জনপ্রিয় বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সবিতা চৌধুরী, কিংবদন্তী ঠুংরী গায়িকা গিরিজা দেবী, "পদ্মভূষণ" পুরস্কারে সম্মানিত বিজ্ঞানী পুষ্পমিত্র ভার্গব, প্রথম ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞানী ইউ.আর.রাও, সাংবাদিক গৌরী লঙ্কেশ, "অস্কার" প্রাপ্ত হলিউড অভিনেতা মার্টিন ল্যাণ্ডাউ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সী। তাঁদের প্রতি রইল আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

গর্বের সঙ্গে অশ্রু মুছি ভারত-পাক সীমান্তে প্রাণবলি দেওয়া বীর সৈনিকদের বীরত্বে। নীরবে ব্যথিত চিত্তে স্মরণ করি বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস ও জঙ্গিহানায় নিহত নিরপরাধ মানুষদের। আমরা শোকাহত ও স্তম্ভিত দেশের নানা স্থানে অসহায়, নির্যাতিত নারীমৃত্যুর ঘটনার নারকীয়তায়।

বিভিন্ন দুর্ঘটনা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বিভিন্ন নাশকতামূলক কার্যকলাপে নিহত মানুষ, উগ্র সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুর লোভে বিলীন হওয়া অসহায় মানুষদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

PUNDARIKAKSHYA SAHA
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Manipur Ghat Road
Baralghat
P.O. + P.S. : Nabadwip
Dist. : Nadia
Pin. : 741308
M. : 9378069900
9002935006

Date 27/07/2018

Message

It is a matter of great pleasure to note that as like as previous years Nabadwip Vidyasagar College is going to publish a Students' Magazine on 2018.

I wish all success of its publication & I convey my heartiest congratulations to all Students, Professors & others associated with this Magazine.

Saha 27/07/18
Member
Legislative Assembly
West Bengal

To
The Teacher-in-Charge
Nabadwip Vidyasagar College.
Nabadwip, Nadia.

বিমানকৃষ্ণ সাহা
পৌরপ্রধান
নবদ্বীপ পৌরসভা

Biman Krishna Saha
Chairman
Nabadwip Municipality

✆ : এস. টি. ডি.- ০৩৪৭২, অফিসঃ ২৪০-০০৮, ২৪১-২৭৯
✆ : বাড়ীঃ ২৪০-৫৫০ মো-৯৩৩২৪২২৭০৪
নবদ্বীপ, নদীয়া।
পিন-৭৪১৩০২

✆ : S.T.D.– 03472, Office : 240-008, 241-279
✆ : Resi. : 240-550 Mob. : 9332422704
Nabadwip, Nadia.
Pin.– 741302

Date 20/8/2018

MESSAGE

I am delighted to learn that Nabadwip Vidyasagar College is bringing out a Magazine for this academic year 2018-19.

Nabadwip Vidyasagar College excelling in every initiative that it undertook, has achieved the reward of Model College in the district of Nadia, as the president of G.B of this college I really feel proud of it. Now it can be realized that the name and fame of a college depends on the caliber and achievement of the students and teachers. The role of a teacher is to be a catalyst in nurturing the skills and talents of students, in this way the improvement among the students will raise their level of life. Any magazine of any educational institution is a nice platform for both students and staff to exibit their talents and their years around educational activities and how they are making progress.

I congratulate and thank all the students and staff who have made untiring effors of bringing out this magazine.

I wish them all success.

Board of Councillors ★ Estd-1869 Nabadwip ★ Nabadwip Municipality

Chaiman
Nabadwip Municipality &
President of GB, Nabadwip Vidyasagar

Chairman
Nabadwip Municipality

To:
The Principal / Teacher-in-charge
Nabadwip Vidyasagar College

কলেজ প্রাঙ্গণে
২৩শে জানুয়ারী ও ২৬শে জানুয়ারী উদ্‌যাপন

ছাত্রসংসদের ক্যাবিনেট সদস্যবৃন্দ

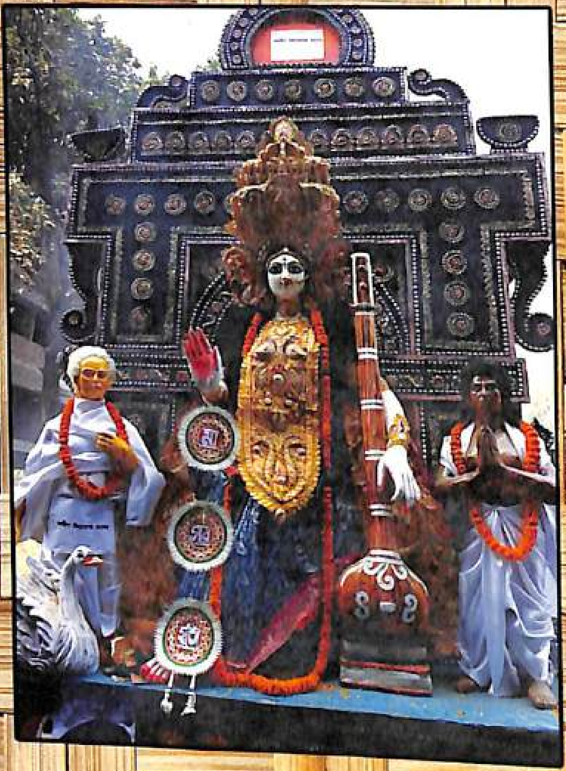

কলেজ প্রাঙ্গণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন

ছাত্র সংসদের সরস্বতী পূজা

ছাত্রসংসদের ক্যাবিনেট সদস্যবৃন্দ

From : President/Principal & Secretary/Teacher-in-charge

Nabadwip Vidyasagar College

(Affiliated to University of Kalyani & Registered under 2(f) & 12(B) of UGC Act.
Re-accredited by NAAC in 2nd cycle with Grade 'B')

ESTD- 1942

Nabadwip, Nadia, West Bengal, PIN- 741302

Website :www. nvcollege.in E-mail: nvcollege1942@gmail.com

Ref. No .... *Date.* ....

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কলমে

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ শুরু করেছিলাম ১লা এপ্রিল, ২০১৭। দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় অনেক বাধাবিঘ্ন জয় করে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান যে অগ্রগতির সোপানে পা রেখেছে, সেকথা অনেক ক্ষেত্রেই স্বয়ং-স্পষ্ট। NAAC মূল্যায়ণের দ্বিতীয় দফায় আমাদের কলেজ সন্তোষজনক মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র এই মর্যাদাটুকু পাথেয় করে আত্মতৃপ্তির গণ্ডীতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়না আমাদের কলেজ। কারণ শিক্ষা ও উন্নয়নের কোথাও থেমে থাকার ও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। নব নব উন্নয়নের সোপানে উত্তরণের লক্ষ্যে তার যাত্রা অব্যাহত থাকুক। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সকলকে এই অভিযাত্রায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি। সকলের জন্য রইল আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

Mandal

ড. অরুণ কুমার মণ্ডল
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Dr. Arun Kr. Mandal (Teacher-in-Charge) Contact: 9432114193(M) , E-mail : prof.arunkrmandal@gmail.com

Nabadwip Vidyasagar College

(Affiliated to University of Kalyani & Registered under 2(f) & 12(B) of UGC Act.
Re-accredited by NAAC in 2nd cycle with Grade 'B')

ESTD- 1942

Nabadwip, Nadia, West Bengal, PIN- 741302

Website :www. nvcollege.in

E-mail: nvcollege1942@gmail.com

Ref. No ....

Date. ....

শুভেচ্ছা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে প্রতি বছরের মতো এবারও বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে আনন্দিত হলাম। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্তরিক প্রয়াস সার্থক হোক। তাদের লেখনীতে কল্পনার বিস্তার শিক্ষার অঙ্গনে তাদের দেশ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিকতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় রাখবে— আমার বিশ্বাস।

পত্রিকার সার্বিক সাফল্য ও সমৃদ্ধি কামনা করি এবং পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

শুভেচ্ছান্তে —

অশোক দে

সম্পাদক

কর্মচারী সমিতি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

Nabadwip Vidyasagar College

(Affiliated to University of Kalyani & Registered under 2(f) & 12(B) of UGC Act.
Re-accredited by NAAC in 2nd cycle with Grade 'B')

ESTD- 1942

Nabadwip, Nadia, West Bengal, PIN- 741302

Website :www. nvcollege.in E-mail: nvcollege1942@gmail.com

Ref. No .... *Date.* ....

শুভেচ্ছা

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। খেলাধূলোর মতো পত্রিকা প্রকাশে অংশগ্রহণও শিক্ষার একটি বিশেষ অঙ্গ, তাই দৈনন্দিন পঠনপাঠনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্যই ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্তরিক উদ্যোগ। তাদের এই প্রয়াস সার্থক হোক, সফল ও সমৃদ্ধ হোক তাদের বার্ষিক পত্রিকা। কালো অক্ষরের বর্ণমালায় রূপায়িত তাদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবনা ও মননশীলতা ভবিষ্যতে আরও উৎকর্ষতা ও পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে — এই শুভেচ্ছা রাখছি।

পত্রিকা প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই।

Rupen Mondal

সম্পাদক

শিক্ষক সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সহ সভাপতির কলমে

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম সুনাম সম্পূর্ণ কলেজ আমাদের এই নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। বর্তমানে আমি এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ সভাপতির দায়িত্ব পেয়ে নিজেকে গর্বিত অনুভব করি।

গত ২০/০৯/২০১৭ ও ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বিদ্যাসাগর কলেজে 'NAAC' পরিদর্শনে এসেছিল এবং তার ফলে আমাদের কলেজ সন্তোষজনক মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'NAAC' মূল্যায়ণের ফলে আমাদের কলেজে অনেক উন্নয়ন ঘটেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে আমাদের কলেজে একটি 'Smart Classroom' তৈরী হয়েছে, কলেজে JIO wifi এর পরিষেবা চালু হয়েছে, ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনার প্রতি যাতে অধিকতর মনোযোগী হয় সেই জন্য কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে।

এছাড়া U.G.C. থেকে আমাদের কলেজ ও আমাদের উন্নতির জন্য অনেক সুবিধা পেয়েছি। আমরা খুবই চেষ্টা করব আবার যাতে সঠিক সময়ে 'NAAC' পরিদর্শন করাতে পারি, যাতে আমাদের কলেজে আরও উন্নয়ন ঘটে। এই সমস্ত উন্নয়ন সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। ছাত্র-ছাত্রী সংসদ ছাত্র-ছাত্রীর পাশে ছিল, পাশে আছে, পাশে থাকবেই।

প্রতি বছরের মত এবছরও নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে। এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি এবং পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুরুজনদের প্রণাম জানাই ও ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোন ও সহপাঠীদের জানাই ভালবাসা।

সুব্রত দাস
সহ সভাপতি
ছাত্র-ছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

সোনার বাংলার সুপ্রাচীন ও সুপরিচয়সম্পন্ন নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ আমাদের সবার প্রিয়। আমাদের শহর নবদ্বীপকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলা হত। সেই গৌরবভূমির বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের এই সুবিশাল নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। যত দিন গড়িয়েছে, নবদ্বীপের সাথে সাথে এই কলেজের গৌরব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

চৈতন্যভূমিতে অবস্থিত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের 'সাধারণ সম্পাদক' হওয়ার মুহূর্ত একদমই অন্যরকম ছিল। কলেজের সাধারণ সম্পাদক হতে পেরে যতটা গর্বিত অনুভব করেছিলাম ঠিক তার সাথে সাথেই বুঝেছিলাম যে এক বিশাল দায়িত্বের অধিকারীও হয়েছি। তবে সত্যি বলতে কি সেই কর্তব্য নিয়ে কোনদিন কোন অসুবিধা হয়নি, তার একমাত্র কারণ হল আমাদের ছাত্র-ছাত্রী সংসদ। শুধু দশ জন ক্যাবিনেট সদস্য নয়, এই সংসদের প্রতিটি সদস্যই কর্তব্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে। কলেজের প্রত্যেক সমস্যাতে আমি তাদের পাশে পেয়েছি। আমি জোর গলায় বলতে পারি নবদ্বীপ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদ কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর পাশে যে ভাবে দাঁড়ায়, নদীয়া জেলার অন্য কোন কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা সেই জায়গাটা কোনও দিন পায়নি।

আমাদের কলেজে গত ২০ ও ২১ শে সেপ্টেম্বর National Assessment and Accreditation Council (NAAC) পরিদর্শনে এসেছিল। 'NAAC' পরিদর্শনের কথা ভাবলেই মনে পড়ে যায় ছাত্র-ছাত্রী সংসদের ভাইবোনেদের সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের রাতগুলো। ছাত্র-ছাত্রী সংসদ, কলেজের এন.সি.সি. ইউনিট, সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারীদের মিলিত পরিশ্রমে আজ কলেজে 'NAAC' পরিদর্শন সম্পন্ন এবং আমাদের কলেজ সসম্মানে উত্তীর্ণ। আমাদের ছাত্র সংসদ যেমন নিরন্তর খেটে চলেছে আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলেজের উন্নতিতে আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করব এবং আমরা সবাই মিলে ভবিষ্যতে এই কলেজকে আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব।

বর্তমানে আমাদের কলেজে 'Free JIO wifi' পরিষেবা পেয়েছি। নতুন রূপে সেজে উঠেছে গ্রন্থাগার। হয়েছে সুন্দর স্মার্ট ক্লাসরুম। বহিরাঙ্গিক রূপসজ্জাতেও আমাদের কলেজ আজ সুপরিকল্পিত নতুন রূপ ধরেছে।

একজন শিশুর ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য যেমন একজন দক্ষ অভিভাবকের প্রয়োজন তেমনি আমাদের ছাত্র-ছাত্রী সংসদকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য এক বিশিষ্ট পথ প্রদর্শকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নবদ্বীপের সুধীবৃন্দের সুচিন্তিত মতামতও আমাদের কাম্য।

কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই কলেজের মূল ভিত্তি। কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আমাদের সঙ্গ না দিত তাহলে হয়তো আমাদের উন্নতির গতি কিছুটা ব্যাহত হত। সর্বশেষে কলেজ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিকে আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং কলেজ পত্রিকা প্রকাশের জন্য কলেজের সর্বস্তরের কাছ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

খ্যাতি বিশ্বাস

সাধারণ সম্পাদক

ছাত্র-ছাত্রী সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সহ-সাধারণ সম্পাদকের কলমে

শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জন্মভূমিতে সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে নামাঙ্কিত নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংসদের সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে গর্বিত ও ধন্য করেছে।

সহসাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নতি বিধান করা, তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি কলেজের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সহযোগিতা করার কাজে দায়বদ্ধতা আছে। আমি মনে করি কলেজে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেরা সমান, প্রত্যেকের অধিকারও সমান।

বিগত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, আমাদের মহাবিদ্যালয়ে NAA কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছিল। তার ফলে নানাক্ষেত্রে কলেজের অনেক উন্নতি ঘটেছে। আমরা চেষ্টা করব এই উন্নতির ধারা বজায় রাখতে।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুভক্ষণে আমি এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ২০১৮ বর্ষের কলেজ পত্রিকা সফল হোক, এই কামনা করি।

অরিজিৎ সাহা
সহ সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র-ছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সহ-সাধারণ সম্পাদকের কলমে

শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জন্মভূমিতে সমাজ-সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংসদের সহ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে গর্বিত ও ধন্য করেছে।

সহসাধারণ সম্পাদক হিসাবে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক উন্নতি বিধান করা, তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি কলেজের সর্বব্যাপী উন্নয়নে সহযোগিতা করার কাজে দায়বদ্ধতা আছে। আমি মনে করি কলেজে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেরা সমান, প্রত্যেকের অধিকারও সমান।

বিগত ২০ ও ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৭, আমাদের মহাবিদ্যালয়ে NAAC কলেজ পরিদর্শন করতে এসেছিল। তার ফলে নানাক্ষেত্রে কলেজের অনেক উন্নতি ঘটেছে।আমরা চেষ্টা করব এই উন্নতির ধারা বজায় রাখতে।

কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের শুভক্ষণে আমি এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জানাই ঐকান্তিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। ২০১৮ বর্ষে কলেজ পত্রিকা সফল হোক, এই কামনা করি।

অরিজিৎ সাহা
সহ সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র-ছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার প্রাক্কালে, এই কলেজের একজন ছাত্র হিসাবে অতি উৎসাহিত এবং গর্বিত অনুভব করছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের একজন সদস্য হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করি এবং সংসদের বাকী সদস্যরা আমার কাজে সর্বাত্মক ভাবে সাহায্য করে। কলেজের শিক্ষাগত ও পরিকাঠামোগত উন্নতি সাধনের জন্য কলেজের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীবৃন্দ এবং আমরা ছাত্র-ছাত্রী সংসদ সদস্যরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সর্বদা চেষ্টা করে চলেছি। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ নদীয়া জেলার এক সুপরিচিত স্বনামধন্য ঐতিহাসিক কলেজ। তার সুনাম বজায় রাখার জন্য ছাত্র-ছাত্রী সংসদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শুভ গোস্বামী
ক্রীড়া সম্পাদক
ছাত্রছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ নদীয়া জেলায় এক সুপ্রাচীন মহাবিদ্যালয় হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে সমাজের বুকে শিক্ষার প্রসার করে চলেছে। দীনের বন্ধু, শিক্ষানুরাগী সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামাঙ্কিত এই কলেজে দূর-দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা জীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। এই সুপ্রাচীন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের 'সাংস্কৃতিক সম্পাদকের' দায়িত্ব আমাকে গর্বিত ও ধন্য করেছে।

সুদীর্ঘ ছিয়াত্তর বছরের ঐতিহ্য নিয়ে নদীয়া জেলার এক সুপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ। ছাত্র-ছাত্রী সংসদের কার্যাবলী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক বেশী দায়িত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছারা বিশ্বায়নের দৌলতে, প্রযুক্তির প্রভাবে আমরা ক্রমাগত প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে পড়ছি। আজ নতুন শতাব্দীতে আমরা চলতে শুরু করেছি বেশ কয়েক বছর হল। অত্যন্ত দ্রুত বদলে চলেছে দেশ ও দুনিয়া, বদলাচ্ছে অর্থনীতি, সমাজনীতি সংস্কৃতি এবং অবশ্যই মানুষও। কিন্তু এই বদল শুধু-দূর-ভুবনের গল্প নয়। এই বদল আমাদেরও ছুঁয়ে ফেলেছে। আমাদের শিক্ষা-ভাবনার প্রতিদিনের কলেজ জীবনেও সে বদলের রেশ ক্রমাগত এসে পড়েছে। এই নতুন শিক্ষা ভাবনায় একদিকে শপথ সকলের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়া অপরদিকে শিক্ষার গুণগত মানের উত্তরণ ঘটানো। তাছাড়া খুবই আনন্দের কথা বেশ কয়েক মাস হল আমাদের কলেজ NAAC (National Assessment And Accreditation Council) পরিদর্শনেও উত্তীর্ণ হয়েছে।

কলেজে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ বজায় রেখে ছাত্র-ছাত্রী সংসদের কাজ যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করার কাজে সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকগণকে আমাদের সাথে সহযোগিতার জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই। নবীন লেখক-লেখিকাদের চিন্তা-ভাবনা ও তাঁদের সুপ্ত সৃজনশীল প্রতিভাকে সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বার্ষিক-পত্রিকা প্রকাশের এই সম্মিলিত উদ্যোগকে আমি আন্তরিক ভাবে সম্মান জানাই। তাদের মনের সুপ্ত চিন্তা ভাবনার কুঁড়িগুলো একদিন ফুলের মতো বিকশিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে এই শুভেচ্ছা রাখি।

আমাদের যে কলেজ পত্রিকা প্রকাশিত হতে চলেছে তার প্রকাশ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ হোক। নব অগ্রগতির ছোঁয়ায় কলেজ আরও উন্নতির রঙে রাঙিয়ে উঠুক। আর এই আশার আলোতেই আমরা খুঁজে পাব আগামী দিনে এগিয়ে চলার পথ। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আন্তরিক উদ্যোগ যেন কলেজের বাকি সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং নবীন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেরণা হয়ে ওঠে।

ছাত্র-ছাত্রী সংসদের 'সাংস্কৃতিক সম্পাদক' হিসাবে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ২০১৮ বার্ষিক পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

কলেজের এই বার্ষিক পত্রিকাটি আগামী দিনে সকলের পাথেয় স্বরূপ হয়ে উঠুক।

বুদ্ধদেব নাথ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
ছাত্র-ছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

দুটি রেগুলার অ্যাক্টিভিটি প্রোগ্রামে কলেজের এন. এস. এস. ইউনিট

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের রক্তদান শিবিরের কিছু মুহূর্ত

কলেজের শিক্ষক সংসদ

কলেজের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

বিজ্ঞান পরিষদীয় সম্পাদকের কলমে

শিক্ষানুরাগী, সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র সংসদের বিজ্ঞান পরিষদীয় সম্পাদকের দায়িত্ব আমাকে গর্বিত ও ধন্য করেছে। এই বার্ষিক কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে সকল ছাত্র-ছাত্রী ভাই বোনদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন সহ শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রেখে এই মহাবিদ্যালয়ে অনার্স ও পাশকোর্সে আসন সংখ্যা ও সাফল্যের হার বাড়ানো, পাঠাগার, স্মার্ট -ক্লাসরুম, গবেষণাগার সহ মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন এমন কি দূরশিক্ষার মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়ের পঠন পাঠনের গতি সঞ্চার সহ সামগ্রিক উন্নয়ন করেছে এই ছাত্র-ছাত্রী সংসদ।

এই বার্ষিক পত্রিকার সমস্ত লেখক-লেখিকাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাশাপাশি এই বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য সহযোগী প্রকাশকদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। আশা রাখছি যে, আগামী দিনেও প্রতিবারের মতো এই পত্রিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।

গুলশন দেবনাথ
বিজ্ঞান পরিষদীয় সম্পাদক
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

গ্রন্থাগার সম্পাদকের কলমে

নদীয়া জেলা তথা নবদ্বীপের সুপ্রাচীন এই মহাবিদ্যালয়ে প্রায় দুই-তি সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী পাঠরত। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে সমতা রে এই মহাবিদ্যালয়ে অনার্স ও পাশকোর্সের সংখ্যা বাড়ানো, পাঠাগা গবেষণাগার সহ মহাবিদ্যালয়ে উন্নয়ন এমনকি দূর শিক্ষার মাধ্যে মহাবিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনের গতি সঞ্চার করেছে এই ছাত্র-ছাত্রী সংসদ।

এছাড়া মহাবিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নও করে চলেছে।

সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত এ মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংসদের গ্রন্থাগার সম্পাদকের দায়িত্ব আমাে গর্বিত ও ধন্য করেছে। লাইব্রেরী সম্পাদক হিসাবে মহাবিদ্যালয়ের স ছাত্র-ছাত্রীর উন্নতি করা, তাদের পাশে থাকার পাশাপাশি ও মহাবিদ্যালয়ে উন্নয়নে সহযোগিতা করার কাজেও আমার দায়বদ্ধতা আছে।

কলেজ পত্রিকা প্রকাশের এই শুভ মুহূর্তে পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লি সকলকে জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

ফিরোজ সেখ
গ্রন্থাগার সম্পাদক
ছাত্র-ছাত্রী সংসদ
নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

কমনরুম (পুরুষ) সম্পাদকের কলমে

'নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা- ২০১৮' প্রকাশিত হওয়ার প্রারম্ভিক মুহূর্তে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার এই কলম। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সদস্য হয়ে আমি যে ছাত্র-ছাত্রীদের নানা সমস্যায় তাদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছি, এতে আমি গর্বিত অনুভব করি। পূর্বের তুলনায় অনেক ক্ষেত্রেই কলেজের উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে এবং শিক্ষাগত মানও উন্নত হয়েছে। আরও উন্নত করার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। কলেজের সাফল্যের অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রী সংসদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ছাত্র-ছাত্রী সংসদের কমনরুম (পুরুষ) সম্পাদক হিসাবে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং ২০১৮ বার্ষিক পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

আশা রাখছি যে, আগামী দিনেও প্রতিবারের মতো এই পত্রিকা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্থ সংস্কৃতি-চর্চায় অনুপ্রাণিত করবে।

সুপ্রিয় মজুমদার

কমনরুম (পুরুষ) সম্পাদক

ছাত্র-ছাত্রী সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

কমনরুম (মহিলা) সম্পাদিকার কলমে

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম ও ঐতিহ্য পূর্ণ কলেজ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামাঙ্কিত। নবদ্বীপে সুবিখ্যাত এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের একজন মহিলা সদ হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করি। আমাদের কলেজ গত বছ (২০১৭) *NAAC* এর মূল্যায়ণে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছে। ছাত্রীদের জ একটি নতুন কমনরুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন কলেজে ছাত্রীদের জ দুটি কমনরুম বর্তমান। আমাদের কলেজে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী গ্রাম থে শিক্ষাগ্রহণ করতে আসে। বরাবরই আমাদের কলেজের ছাত্রদের তুলন ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। অবসর সময় ছাত্রীদের বিনোদনের জন্য কমনরুমে টি ও অন্যান্য খেলাধূলার সামগ্রীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের অফুরন্ত উৎসাহ এই পত্রিকাটির প্রকাশের প্রতি। তা এই মহাবিদ্যালয়ের বাৎসরিক পত্রিকার সাফল্য কামনা করি এবং এই পত্রিকা সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাই।

রিয়া সাহা

কমনরুম (মহিলা) সম্পাদ

ছাত্র-ছাত্রী সংসদ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

নবদ্বীপ, নদীয়া

কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ

১। শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা—সভাপতি, পরিচালন সমিতি
(পৌরপ্রধান, নবদ্বীপ পৌরসভা)

২। ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল—ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, সম্পাদক পরিচালন সমিতি

৩। ডঃ হেমন্ত ভট্টাচার্য—সদস্য (পঃ বঃ সরকার, শিক্ষা দপ্তর প্রেরিত)

৪। ডঃ প্রসেনজিৎ দেব—সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৫। ডঃ শর্মিষ্ঠা মাইতি—সদস্য (বিশ্ববিদ্যালয় প্রেরিত)

৬। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু—শিক্ষক প্রতিনিধি

৭। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী—শিক্ষক প্রতিনিধি

৮। অধ্যাপক অখিল সরকার—শিক্ষক প্রতিনিধি

৯। অধ্যাপক পীযূষ ভদ্র—শিক্ষক প্রতিনিধি

১০। শ্রীঅশোক দে—শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

১১। শ্রীমানিক চন্দ্র মোদক—শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি

১২। শ্রীঋতম বিশ্বাস—ছাত্র প্রতিনিধি

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ

আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী

কলা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা কল্যাণী রায়

২। অধ্যাপিকা ডঃ তপতী ঠাকুর

৩। অধ্যাপিকা ডঃ চন্দ্রিমা বসু

৪। অধ্যাপিকা অরুণিমা চক্রবর্তী

৫। অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ হাঁসদা

সংস্কৃত বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা মণ্ডল

২। অধ্যাপক বিপ্লব বাগদি

৩। অধ্যাপক নিতাই পাল

৪। অধ্যাপক ডঃ জয়দেব ভট্টাচার্য (আংশিক)

৫। অধ্যাপিকা স্বাতী ভট্টাচার্য (আংশিক)

ইংরাজি বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস

২। অধ্যাপক পীযূষ ভদ্র

৩। অধ্যাপক রূপেন মণ্ডল

৪। অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ

ইতিহাস বিভাগ

১। অধ্যাপক নির্মল হাটী

২। অধ্যাপিকা সুতপা সাহা (মিত্র)

৩। অধ্যাপক অখিল সরকার

৪। অধ্যাপিকা তারামণি তরফদার (আংশিক)

শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ

১। অতিথি অধ্যাপক সুধাংশু মণ্ডল

২। অতিথি অধ্যাপিকা সেরিনা পারভিন

৩। অতিথি অধ্যাপক আব্দুর রউফ শামিম

৪। অতিথি অধ্যাপক আব্দুল লতিফ সেখ

অর্থনীতি বিভাগ

১। অধ্যাপক বাদল দত্ত

২। অধ্যাপিকা সঙ্গীতা দত্ত

৩। অধ্যাপক ডঃ অনুপ কুমার সাহা

দর্শন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ বৈশাখী বর্মণ

২। অধ্যাপিকা শম্পা দাস

৩। অতিথি অধ্যাপিকা দেবমিতা চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১। অধ্যাপক দেবাশিস দাস

২। অধ্যাপক সমীর মিত্র

৩। অধ্যাপক রিন্টু মহান্ত

৪। অধ্যাপক সোমনাথ পাল (আংশিক)

৫। অধ্যাপিকা অনিতা রায় (আংশিক)

৬। অতিথি অধ্যাপক সুব্রত দাস

বিজ্ঞান বিভাগ

গণিত বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

২। অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্য

৩। অধ্যাপক ডঃ সমীরণ সেনাপতি

৪। অধ্যাপক ডঃ চিন্ময় বিশ্বাস

৫। অতিথি অধ্যাপিকা শিল্পা দাশ

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপক প্রভাস মণ্ডল

২। অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু গণাই

৩। অধ্যাপক রাজকুমার মণ্ডল

৪। অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস

৫। অধ্যাপিকা নিদর্শনা গুহ (আংশিক)

রাসয়ন বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ মৌসুমী রায়চৌধুরী

২। অধ্যাপক ডঃ মনোজিৎ রায় (লিয়েন)

৩। অধ্যাপক পঙ্কজ সরকার

৪। অধ্যাপক ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী

৫। অধ্যাপিকা ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ মধুবন দত্ত

২। অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাস

৩। অধ্যাপিকা ডঃ শুচিস্মিতা চ্যাটার্জী

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। অধ্যাপিকা ডঃ স্বাতী দাশ (সুর)

২। অধ্যাপক ডঃ শুভদীপ চক্রবর্তী

৩। অধ্যাপক ডঃ কৌশিক সেনগুপ্ত (আংশিক)

৪। অধ্যাপিকা দময়ন্তী ভট্টাচার্য (আংশিক)

৫। অতিথি অধ্যাপক তন্ময় ঘোষ

৬। অতিথি অধ্যাপক রাজকুমার শর্মা

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। চুক্তি ভিত্তিক অধ্যাপক ডঃ শান্তনু চৌধুরী (পূর্ণ সময়)

২। অতিথি অধ্যাপক রাজা ব্যানর্জী

৩। অতিথি অধ্যাপিকা প্রিয়াংকা দাস

৪। অতিথি অধ্যাপক ডঃ অনির্বাণ বিশ্বাস

৫। অতিথি অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সাহা

বাণিজ্য বিভাগ

১। অধ্যাপক ডঃ প্রণব নাগ

২। অধ্যাপক ডঃ জয়দীপ দাশগুপ্ত

৩। অধ্যাপক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী

৪। অধ্যাপক ডঃ তপন কুমার সামন্ত

৫। অধ্যাপক অমিত কুমার বিশ্বাস (আংশিক)

গ্রন্থাগার বিভাগ

শ্রীঅমলেন্দু দাস — গ্রন্থাগারিক

আমাদের শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

অফিস কর্মী

১। শ্রী অশোক দে	—	কোষাধ্যক্ষ
২। শ্রী বাদল দত্ত	—	হিসাবরক্ষক (অস্থায়ী)
৩। শ্রী সুরজিৎ নন্দী	—	করণিক (অস্থায়ী)
৪। শ্রী তরুন কান্তি ঘোষাল	—	করণিক (অস্থায়ী)
৫। শ্রী দেবব্রত মোদক	—	করণিক (অস্থায়ী) এন.সি.সি অফিসার
৬। শ্রী অনির্বাণ ঘোষ	—	করণিক (অস্থায়ী)
৭। শ্রী সিদ্ধার্থ গুঁই	—	করণিক (অস্থায়ী)
৮। শ্রী মানিক মোদক	—	পিওন
৯। শ্রী জয়দেব দাস	—	পিওন
১০। শ্রী গণেশ ভট্ট	—	দারোয়ান
১১। শ্রী আনন্দ হাড়ি	—	পিওন
১২। শ্রী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৩। শ্রী মিঠুন দে	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৪। শ্রী স্বপন দেবনাথ	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী (অস্থায়ী)
১৫। শ্রী সোমনাথ মল্লিক	—	চতুর্থ শ্রেণী কর্মী, ইলেকট্রিশিয়ান (অস্থায়ী)
১৬। শ্রী জগন্নাথ নাথ	—	মালি (অস্থায়ী)
১৭। শ্রী নিমাই মিত্র	—	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)
১৮। শ্রী সৌরভ দেবনাথ	—	নিরাপত্তা রক্ষী (অস্থায়ী)

রসায়ন বিভাগ

১। শ্রীমতী সোমা সাহা	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
২। শ্রীমতী মাধুরী সাহু	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)
৩। শ্রী বিপ্লব বিশ্বাস	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী মনতোষ সরকার	—	বীক্ষণাগার কর্মী
২। শ্রী সৌমেন কুমার দাস	—	বীক্ষণাগার কর্মী

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী সূরাজ বণিক	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

১। শ্রী গৌরচন্দ্র ঘোষ	—	বীক্ষণাগার কর্মী

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

১। শ্রী সাধন বণিক	—	বীক্ষণাগার কর্মী (অস্থায়ী)

গ্রন্থাগার বিভাগ

১। শ্রীমতী ঝুমা সাহা	—	গ্রন্থাগার করণিক (অস্থায়ী)
২। শ্রী নৃসিংহ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	গ্রন্থাগার পিওন (অস্থায়ী)
৩। শ্রী দীপঙ্কর দাস	—	গ্রন্থাগার পিওন (অস্থায়ী)

কুইজ প্রতিযোগিতা
('প্রজ্ঞান' ২০১৭-১৮)

লাইব্রেরী ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

লিগ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

ছাত্রদের দৌড় প্রতিযোগিতা

ছাত্র-ছাত্রী সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ

বি.এ. অনার্স —	অরিজিৎ সাহা (শিক্ষাবিজ্ঞান), ইজাজ আহামেদ সেখ (ইতিহাস), গোপাল দেবনাথ (সংস্কৃত), কৌশিক পাল (বাংলা), প্রোজিৎ কুমার দাস (ইতিহাস), রাজেশ দেবনাথ (সংস্কৃত), রিয়া সাহা (ইংরাজি), সুপ্রিয়া মজুমদার (সংস্কৃত), বিথীকা দেবনাথ (সংস্কৃত), পায়েল বিশ্বাস (সংস্কৃত), ফিরোজ সেখ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), সঞ্জয় সাহা (ইংরাজি), প্রীতম কুমার ঘোষ (ইংরাজি), ঋতম বিশ্বাস (ইংরাজি), শুভজিৎ হালদার (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), অতীশ ভৌমিক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), দীপান্বিতা সাহা (সংস্কৃত), সুশান্ত দেবনাথ (সংস্কৃত), রাজু বিশ্বাস (ইতিহাস), তোতন হালদার (ইতিহাস), ফারশাদ আলি সেখ (বাংলা), স্বর্ণেন্দু ঘোষ (শিক্ষাবিজ্ঞান)।
বি.এ. জেনারেল —	অনির্বাণ ঘোষ, আশিস পোদ্দার, বিক্রম সাহা, কুরমান আলি সেখ, রিয়া ভৌমিক, সায়ন ঘোষ, সায়ন কুমার পাণ্ডা, শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ফারুক সেখ, অনিন্দিতা পোদ্দার, বুদ্ধদেব নাথ, নিরঞ্জন ডোম, সৈকত কুণ্ডু, সুব্রত দাস, সুজয় মণ্ডল, মুকুল হীরা, অর্ণব সাহা, দেবাশিস ঘোষ, কিঙ্কর কুণ্ডু, নারায়ণ দেবনাথ, প্রদীপ সাহা, পূজা সাহা, সেলিম সেখ, সমীর মণ্ডল।।
বি.এস.সি. অনার্স —	গোষ্ঠ গোপাল ঘোষ (গণিত), মালা বসাক (প্রাণীবিদ্যা), রাণা সাহা (গণিত), সুপ্রিয় দেবনাথ (প্রাণীবিদ্যা), গুলশন দেবনাথ (পদার্থবিদ্যা), সুদীপ দেবনাথ (প্রাণীবিদ্যা), অহনা দত্ত (গণিত), সুচিন্তন দাস (গণিত), অর্পিতা কর্মকার (রসায়ন)।
বি.এস.সি জেনারেল —	অনিরুদ্ধ রায় (বায়ো), অরণ্য ঘোষ (পিওর), অর্পণ নন্দী (পিওর), দেবাশিষ ঘোষ (বায়ো), প্রভাকর হালদার (পিওর), দেবাশিস ঘোষ (পিওর), মৌপ্রিয়া দেবনাথ (পিওর)।
বি.কম. অনার্স —	শুভজিৎ খান্না (হিসাবশাস্ত্র), প্রদীপ সাহা (হিসাবশাস্ত্র)।
বি.কম. জেনারেল —	শুভ গোস্বামী, পার্থ সাহা।
এম.এ. (সংস্কৃত) —	রন্তিদেব গোস্বামী, লক্ষ্মী দেবনাথ।

ছাত্র সংসদ

বর্ষ - ২০

ক্যাবিনেট

সভাপতি — ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ।
১ ।সুব্রত দাস — সহ-সভাপতি (৮৯০৬৩১১১১৯৮)
২ ।ঋতম বিশ্বাস — সাধারণ সম্পাদক (৮৩৯১৮৩৩১৩৪)
৩ ।অরিজিত সাহা — সহ-সাধারণ সম্পাদক (৮৫০৯৬২৬৬৭৪)
৪ ।পায়েল বিশ্বাস — কোষাধ্যক্ষ (৯৭৪৯৬৭৪০৫১)
৫ ।শুভ গোস্বামী — ক্রীড়া সম্পাদক (৮৫০৯৭৪০০৭৬)
৬ ।বুদ্ধদেব নাথ — সাংস্কৃতিক সম্পাদক (৮৯২৬৬০৮২৩৫)
৭ ।গুলশন দেবনাথ — বিজ্ঞান পরিষদ সম্পাদক (৯০৯৩৫৫৮৪৪৮)
৮। ফিরোজ সেখ — গ্রন্থাগার সম্পাদক (৭৫০১৭৮৬১৩২)
৯ ।মুকুল হীরা — ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক (৮৩৮৯৯২৩৩৩৯)
১০ ।সুপ্রিয় মজুমদার — পুরুষ বিশ্রামাগার সম্পাদক (৯৬৩৫১৯৮৮৬৯)
১১ ।রিয়া সাহা — মহিলা বিশ্রামাগার সম্পাদক (৯৭৩৪০৮১৩৩৫)

ছাত্র-ছাত্রী সংসদের দা

কলেজ লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বইয়ের ব্যবস্থা করা।
কলেজের লাইব্রেরী ও তথ্য ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা।
কলেজ সাইকেল গ্যারেজের আয়তন বৃদ্ধি করা।
কলেজ পরিকাঠামো আরও উন্নত করা।
কলেজ N.C.C ও N.S.S -কে আরও সক্রিয় করা।
কলেজে যথেষ্ঠ পরিমাণে অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ করা।
কলেজে Computer শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
কলেজে অত্যাধুনিক Multi Gym -এর ব্যবস্থা করা।
কলেজে Book Bank -এর ব্যবস্থা করা।
Geography -তে অনার্স ও পাশ কোর্স চালু করা।
প্রত্যেক অনার্স বিষয়ে আরও আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের অর্ধেক ও পুরো কনসেশনের ব্যবস্থা করা।
শিক্ষাবিজ্ঞান-এ 'এম.এ' কোর্স চালু করা।
কলেজ প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর উদ্যান তৈরী করা।
সমস্ত B.Sc. ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত গবেষণাগারের (আধুনিক যন্ত্রাদিসহ) ব্যবস্থা করা।
কলেজে ক্যান্টিনের পরিষেবা ব্যবস্থা আরও উন্নত করা।
শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী প্রত্যেকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বিধান করা।

ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সাফল্য

নতুনরূপে কলেজ সাজিয়ে তোলা।

প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের অভাব অভিযোগ ভালো করে খতিয়ে দেখা ও সমস্যার সমাধান করা।

আমাদের লাইব্রেরিতে কয়েকটি e-learning প্রকল্প চালু করা।

একটি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা।

প্রতিটি অনার্স ও পাশ কোর্সের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

কলেজের পিছনে ফাঁকা জায়গাটি খেলার উপযোগী করতে পারা।

বিজ্ঞান ভবনের পিছনের নবনির্মিত ত্রিতল ভবনটি ছাত্রব্লকের উপযোগী করে নির্মাণ করা।

বিভিন্ন বিভাগে শূন্যপদে স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা।

সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের রূপায়ণ।

উপযুক্ত সেমিনার কক্ষ তৈরি করা।

লেডিস এস.সি / এস.টি হস্টেল চালু করা।

বয়েজ এস.সি / এস.টি হস্টেল চালু করা।

দশ কিমিঃ দূরে বসবাসকারী দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহন ভাতা চালু করা।

ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক কলেজ-অফিস তৈরি করা।

Economics অনার্স চালু করা।

সংস্কৃতে এম.এ. (রেগুলার) কোর্স চালু করা।

কলেজ ক্যান্টিন চালু করা।

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Legal Literacy Club গড়ে তোলা।

পত্রিকা

২০১৮

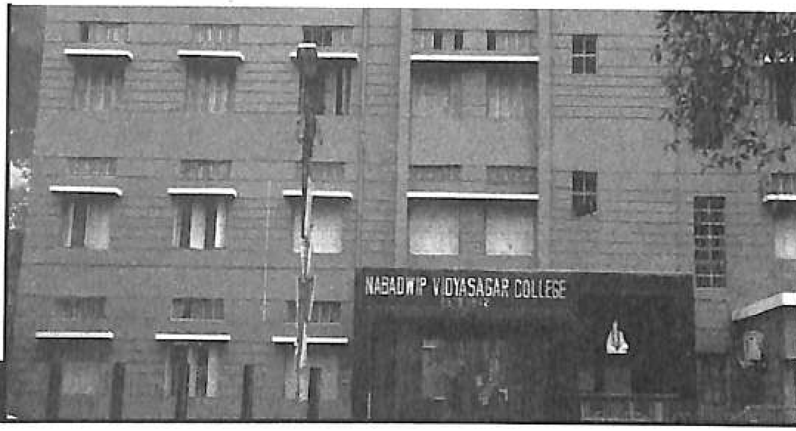

সূ ★ চী ★ প ★ ত্র

NAAC PEER TEAM VISIT ○ P.1

নীলুর জীবন ❑ চিরঞ্জিৎ সাহা ○ পৃ. ৩

পাপু পেল একশোয় এক ❑ প্রসেনজিৎ দেবনাথ ○ পৃ. ৫

একটি ধানের আত্মকথা ❑ পূর্ণেন্দু মিত্র ○ পৃ. ৭

নারী কথা ❑ লতা চৌধুরী ○ পৃ. ১০

হতাম যদি ❑ আরজুল সেখ ○ পৃ. ১০

উন্মুক্ত মন ❑ শ্রাবণী সিংহ ○ পৃ. ১১

বসন্ত ❑ বীণা মণ্ডল ○ পৃ. ১১

তার অপেক্ষায় ❑ বর্ণালী পাল ○ পৃ. ১২

বিদ্যাদেবী সরস্বতী ❑ প্রশান্ত পাল ○ পৃ. ১২

বিক্রয়মূল্য ❑ সূর্যেন্দু পাল ○ পৃ. ১২

পথ গেছে বেঁকে ❑ অপরাজিতা চৌধুরী ○ পৃ. ১৩

নদীর ওপারে তুমি ❑ ত্রিদিব চ্যাটার্জী ○ পৃ. ১৩

ব্যস্ততা ❑ বিজয় ভৌমিক ○ পৃ. ১৪

হারানো শৈশব ❑ পূজা ঘোষ ○ পৃ. ১৪

ক্ষণিকের স্পর্শ ❑ সুষমা দাস ○ পৃ. ১৫

সন্ধ্যার সকাল ❑ ইনজাবুল মণ্ডল ○ পৃ. ১৫

ঐক্যের গান ❑ সৌভিক ঘোষ ○ পৃ. ১৫

ধন্য আমি নারী ❑ আজম সেখ ○ পৃ. ১৬

বীর সন্তান ❑ নিতাই বর্মন ○ পৃ. ১৬

সুখের খোঁজে ❑ সুরাজ বনিক ○ পৃ. ১৭

শিউলী ফুল ❑ সুব্রত মণ্ডল ○ পৃ. ১৭

বিষাক্ত মানুষ ❑ প্রসেনজিৎ বিশ্বাস ○ পৃ. ১৮

সকাল ❑ রবীন্দ্র দাস ○ পৃ. ১৮

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ঃ একটি বীক্ষা ❑ লিপিকা তালুকদার ○ পৃ. ১৯

আমাদের গ্রন্থাগার ❑ অমলেন্দু দাস ○ পৃ. ২১

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল ○ পৃ. ২৪

কলেজের কথা ○ পৃ. ২৭

NAAC PEER TEAM VISIT

The greatest opportunity that has come to our college as a boon is the visit of our college by the NAAC peer team on September 20 and 21, 2017. The peer team consisting of Prof. P. K. Radhakrishnan , Vice Chancellor, University of Kerala as Chairman, Prof. Ishwar Bhat, Professor of Rashtriya Sanskrit Sansthan, Jaipur as Member-Coordinator and Dr. Kashmir Singh , Principal, Sri Guru Tegbahadur Khalsa College as Member visited our college on 20th and 21st September, 2017 to validate the Self Study Report sent by the college.

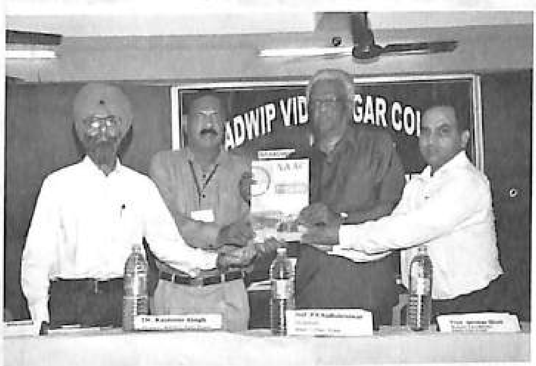

The team visited the campus , the departments, library, laboratories, hostel, firing range, NCC room, NSS room, class rooms, office, canteen, computer laboratory, seminar hall, various cells made for different purposes of student interest and interacted with the Teacher in Charge, the members of the governing body, students, teachers, non-teaching employees, parents and alumni. After hearing the lecture presentations (organised at the smart classroom) by all Head of the Departments and careful analysis of the SSR and an intensive visit and interactions with different sections of the college, the team submitted the report and the video of the entire programme to the NAAC. The Executive Committee of the NAAC reviewed the report and took the decision about the grade of our college. Our college has been successfully assessed and accredited. The assessment outcome is valid for a period of five years. On the evening of the first day of the visit, a selected batch of students paid their tribute to the Peer Team with music and performed arts. It was the greatest cultural performance of the college in recent times. The Peer Team, parents, teachers and the audience were positively spell-bound.

The team also gave the valuable observations and recommendations for future improvement of our college. Some of the important recommendations are as follows—

1.To fill up the existing vacant faculty position on priority 2. To strengthen the facilities for sports and extracurricular activities 3. To increase the availability of welfare schemes 4. To establish language laboratory 5. To create the systematic feedback mechanism. 6. To augment the research facilities and to encourage the teachers to apply for more research grants 7. To encourage the faculty and students for the use of ICT. 8. To make Alumni Association more active and functional 9. To improve the progression from UG to PG courses by careful monitoring 10. To make effo for water harvesting and solar energ The world of higher education changing rapidly . There is a need restructure the college to confront wi the fast changing scenario . So implement these recommendations academic excellence all constituents the college will have to take the necessa measures according to the syste developed by IQAC (Internal Quali Assurance Cell) for conscious, consiste and catalytic improvement in t performance of our college.

নবীনবরণ উৎসবে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন

কলেজ প্রাঙ্গণে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

কেরিয়ার সংক্রান্ত সে

"Trends of Management : Thoughts

and its Impact on Building Success

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা

NAAC পরিদর্শকদের সামনে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক নিবেদন

নীলুর জীবন

চিরঞ্জিৎ সাহা (বি.এ., ২য় বর্ষ)

গ্রামের নাম মোহনপুর। গ্রামটি বেশি বড় নয়, বলতে গেলে একটু ছোটোই বলা যায়। সেই গ্রামে থাকত বেশ কিছু দরিদ্র পরিবার, যাদের জীবন চলত খুব কষ্ট করে। এমনই একটি দরিদ্র পরিবারে একটি মাত্র পুত্র সন্তান ছিল। তার নাম নীলু। নীলু ছোটোবেলা থেকেই ছিল সৎ, সরল এবং মেধাবী। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল গাঁয়ের মানুষদের জন্য তার আন্তরিক ভালোবাসা। এই জন্য তাকে গ্রামের মানুষেরা বেশ ভালোবাসত। আর গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও তাকে খুব ভালোবাসতেন তার বুদ্ধি এবং স্বভাবের জন্য। প্রথমে গ্রামের পাঠশালা তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর অভাবী বাবা মা বাধ্য হয়ে তার পড়াশুনা ছাড়িয়ে তাকে মাঠে চাষের কাজে লাগাতে চাইলেন। ছেলের কষ্টে বাবা-মা র মন কাঁদে। অথচ তারা নিরুপায়। নীলু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পরে সেখানে থেমে থাকতে চায়নি। সে চেয়েছিল জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে। কিন্তু বাবা মা র দুঃখ দুর্দশা দেখে সে আবার তার বাবা মায়ের কথা ফেলতে পারলনা। তাই সে পরের দিন থেকেই তার বাবার সাথে মাঠে কাজ করতে লেগে গেল। ঘটনাচক্রে একদিন গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুভাষ বাবুর চোখে পড়ল নীলু তার বাবার সাথে মাঠে কাজ করছে, সেই দৃশ্য দেখতে পেয়েই সুভাষ বাবুর মনটা কেমন যেন ভেঙে পড়ল। কিন্তু সেইদিন তিনি কোনো কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। কিছুদিন পরে সেই সুভাষবাবু নীলুদের বাড়িতে গেলেন। তিনি নীলুর বাবা শ্যামাচরণকে বললেন, দেখুন আপনার ছেলে নীলু পড়াশুনায় খুব ভালো। ও যদি আরো পড়াশুনা করে তাহলে ও একদিন সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবে। তখন নীলুর বাবা শ্যামাচরণ বললেন, মাষ্টারমশাই আমি বলি কি, আমরা হলাম গিয়ে দরিদ্র মানুষ। আমরা চাষবাস ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারিনা। আমাদের মতো দরিদ্র মানুষের ওই রকম স্বপ্ন তো দিবাস্বপ্ন। তাছাড়া আমাদের ছেলে নীলুকে পড়াশুনা করানোর মত অর্থও আমাদের নেই। তখন মাষ্টারমশাই সব কিছু বুঝতে পেরে তার বাবাকে বললেন — আপনি একদম ওইসব চিন্তা করবেন না। ওই সব দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিন। তখন শ্যামাচরণ বলেন, মাষ্টারমশাই আপনি যা করতে চান তাতে আমি ধন্য। মাষ্টারমশাই, আপনি হলেন ভগবান। আপনি আমদের মতো লোকের জন্য এত ভাবেন। শুনে মাষ্টারমশাই বলেন আমাকে ভগবান বলে লজ্জা দেবেন না। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নীলুর অদম্য মনোভাব ও মেধার জন্য এটা আমার ছোট্ট উপহার। আপনি একদম

প্রথমে গ্রামের পাঠশালা তারপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার পর অভাবী বাবা মা বাধ্য হয়ে তার পড়াশুনা ছাড়িয়ে তাকে মাঠে চাষের কাজে লাগাতে চায়। ছেলের কষ্টে বাবা-মা র মন কাঁদে। অথচ তারা নিরুপায়।

চিন্তা করবেন না। এই বলে মাষ্টারমশাই চলে গেলেন। নীলুর মন আনন্দে নেচে উঠল — আবার পড়াশুনা করবে। একদিন স্কুল পরিদর্শন করতে শহর থেকে নামী বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা উপস্থিত হলেন। তাদের কাছে মাষ্টারমশাই সুভাষবাবু নীলের সম্বন্ধে অনেক কথা বার্তা বলে তাদের সামনে নীলুকে ডাক পাঠালেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শকরা নীলুকে কিছু প্রশ্ন করলেন এবং তার মুখ থেকে যথাযথ উত্তর পেলেন এবং তাঁরাও বুঝলেন নীলু অসম্ভব মেধাবী। তারপর মাষ্টারমশাইয়ের সাহায্যে নীলু শহরে স্কুল কলেজে পড়াশুনা শুরু করল। তারপর সে জীবনে একদিন ভালো সম্মান জনক পদে অধিষ্ঠিত হল। আর গ্রামের নীলু পরিণত হল শহরের

নাম করা ডাক্তারে। এই দেখে নীলুর বাবা মা খুব গ
হলেন। কিন্তু মাষ্টারমশাইয়ের অবদান ভুললেন না। স
তার বাবা মা কে প্রশংসা করলে তারা কৃতজ্ঞচিত্তে বল
— এই সব কিছুই হয়েছে মাষ্টারমশাই সুভাষবাবুর জ
সুভাষবাবুর মনও নীলুর জন্য আনন্দ সাগরে ভেসে
তিনি বলেন তিনি তেমন কিছুই করেননি। নীলুর অ
ইচ্ছা, পরিশ্রম আর মেধার মিশেলেই যা হওয়ার
হয়েছে। পড়াশুনোয় নিলুর আগ্রহ আর ভালবা
পিতৃপ্রতিম শিক্ষকদের মনোযোগ আকর্ষণ করে
আসলে এ সবই হচ্ছে নীলুর মেধা আর শ্রমের ফস

পাপু পেল একশোয় এক

প্রসেনজিৎ দেবনাথ (বি.এ., ১ম বর্ষ)

পাপু অঙ্কে পেয়েছে একশোয় এক। বাড়ির অবস্থা ভয়ঙ্কর। পাপু পিঠ ঠেকিয়ে দেখেছে দেওয়াল পর্যন্ত রেগে আছে। অন্য দিনের মতো ঠান্ডা নয়, কেমন যেন ছ্যাঁকা মারে। রোদ্দুরটা ঘরের মেঝে পর্যন্ত আসে আর গুটিশুটি মেরে পড়ে থাকে টেবিল পর্যন্ত। আজ পড়িমরি করে পালাচ্ছে জানালার ধার থেকেই। দেওয়ালের কোণে থাকা মান্তুমাসির মতো ফর্সা টিকটিকিটাও উঁকি মারতে থাকে পাপুকে দেখে। একটি কালো পিঁপড়েকে জেলি মাখানো পাঁউরুটি খেতে দিলে সে পেছন দেখিয়ে চলে গেল। পাপুর ইচ্ছে করছিল, সেটাকে এক চড় মেরে ফেলে। উনি যেন অঙ্কে কোন দিন ফেল করেন নি। কিন্তু চড় মারলে মা শব্দ শুনতে পাবেন।

জেলির চামচটা চাটতে চাটতে সে ভাবছিল কি করা যায়। যদি বই নিয়ে বসি মা হয়তো বলে বসবেন, এখন বই নিয়ে বসা? পরীক্ষার আগে কী হয়েছিল? আর পাপু যদি তখনও চুপচাপ বসে থাকে মা বলবেন, এখানে বসে আছো? মার চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুন বেরোতে থাকে। বিকাল হলে হয়তো বন্ধুরা তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে করতে বিলকুল মশলা পাঁপড় বানিয়ে দেবে তাকে।

জেলির চামচটা চাটতে চাটতে সে ভাবছিল কি করা যায়। যদি বই নিয়ে বসি মা হয়তো বলে বসবেন, এখন বই নিয়ে বসা? পরীক্ষার আগে কী হয়েছিল? আর পাপু যদি তখনও চুপচাপ বসে থাকে মা বলবেন, এখানে বসে আছো?

পাপুর মনে হঠাৎ একটি মরিয়া ভাব উদয় হলো। একশোয় এক। এক কী কোন নম্বর নয়। সে চুপি চুপি ঘর থেকে পালিয়ে গেল। সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ মা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন। তাই পড়িমরি করেই পালাতে হল তাকে। তার পায়ের দাপটে রাস্তার ধারে থাকা ঘাস ও ছোট গাছগুলো যেন ভয়ে লুটোপুটি খেল। রাস্তার ধারে ছিল রবিদার গ্যারেজ। অন্যান্য দিনের মতো মন ভালো না থাকলেও আজও সে এই গ্যারেজে হাজির হল। অন্য দিন এখানে কিছু সময় কাটাতো, তারপর বাড়ি ফিরে খেত। কিন্তু এদিন বাড়ি ফিরতে বেশ যেন দেরি হল অন্যদিনের তুলনায়।

বাড়ির দরজা খুলতেই সামনে অগ্নিশর্মা মা, আর মায়ের পেছনে বাবাও হাজির। ওঃ রবিবার দিনটা কেন যে বড়োদের ছুটি হয় ....!

মা গম্ভীরভাবে বললেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? পড়াশোনার নাম গন্ধ নেই? কী হবে তোমার ......? পাপু দরজা থেকেই একলাফে খাটের উপর উঠে বলল, "তুমিতো এতো পড়াশোনা করেছ এতে তোমার কী হল? খাওতো শুধু কুলিদের মতো মুড়ি আর বিস্কুট।" — "সেতো আমার ডায়েটিং আছে বলে আমি মুড়ি আর বিস্কুট খাই।" ডায়েটিং তো তোমার। আমার তো নেই। আমি ভালো ছেলে মেয়েদের মতো খেলা না করে,

আইসক্রিম না খেয়ে থাকতে পারবো না, তারা সবসময় ফ্লু লাগা মুরগীর মতো বই সামনে নিয়ে ঝিমোতে থাকে। আমার দ্বারা হবে না ওসব।

বাবা এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিলেন, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে বললেন, মায়ের মুখে মুখে তর্ক করা হচ্ছে? বাঁদর ছেলে। তোমার কিছু হবে না জীবনে।

পাপু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "হবে। আমি বাসের কন্ডাক্টার হবো।" পাপুর কথায় বাবা মা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন ঘরের মেঝেতে। পাশের ঘর থেকে দাদা এসে বলল — "কন্ডাক্টারকেও তো পয়সা হিসাব করে ফেরৎ দিতে হয় প্যাসেঞ্জারকে। তুমি তো শুধু কথার ঝুড়ি, অঙ্ক পারো না একটাও, কী করে তুমি একাজ করবে শুনি?" পাপু বলল, "..... ধুস'। আমি বলবো, টাকাটা একটু পরে নেবেন দাদা। প্যাসেঞ্জার যদি বলে কেন এখনি দিন, তাহলে আমি বলবো দাদা বর্তমানে খুচরো পয়সার বড়ো অভাব, যেন ৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ লেগেছে তাই পরে নিলেই ভালো হবে।"

নামার সময় টাকার জন্য প্যাসেঞ্জার চিৎকার করলে আমি বলবো — "দাদা আপনার কত টাকা যেন? সে তখন বলে দেবে এতো টাকা। আর আমি তখন পরিমাণ টাকাটা তাকে দিয়ে দেব।"

দাদা বলল, "তোমার মুখের কথার স
পারবোনা ভাই। যাও পড়তে বসোগে ......।"

পাশের বাড়ির কাকু এলে বাবা মা তাঁদের স
হেসে হেসে কথা বলতে থাকেন। তারা আমাদের
করে নাইট শোর সার্কাস দেখাতে নিয়ে গেলেন। ফে
সময় আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবা আম
কোলে করে এনে শুইয়ে দিলেন, মা আলোটা নিভা
সময় বলতে লাগলেন, 'নবাব পুত্তুর যেন, রাজ
দেখছেন।' ব্যঙ্গের স্বরে আমি চোখটা একটু ফাঁকা
আস্তে আস্তে বল্লাম, "এইতো বড়োদের জ্ঞান বুদ্ধি।
কখনই ছোটোদের ভাষা বোঝে না, বোঝে না তা
মনের স্বাধীন ভাবনাকে। তারা শুধু আমাদের মা
চাপিয়ে দেয় ভারি ভারি বইয়ের বোঝা, যা বহন ক
ক্ষমতা আমাদের নেই। এই কারণেই আ
অঙ্কে-ইংরাজিতে কম নম্বর পেয়ে থাকি।

আমি না হয় অঙ্কে একশোতে এক পেয়ে
কিন্তু এরা তো জিরো।

একটি ধানের আত্মকথা

পূর্ণেন্দু মিত্র (বিএ, ২য় বর্ষ)

আমি ধান বলছি। যদিও পৃথিবীর সবদেশের বিজ্ঞানী বড়ই যত্ন করে আমার নাম দিয়েছিল Oryza Sativa L (2n=24)। আমি ছাড়া মনুষ্যকুলের কিন্তু কোনও উপায় নেই। আমার থেকেই খৈ, চিঁড়ে, পিঠে-পুলি আরও কত কি তৈরী হয়। দু মুঠো ভাতই গরীবের কাছে লক্ষ্মী। অথচ আমাকে নিয়ে কতই পরীক্ষা নিরীক্ষা, এবং কতই না কাটাছেঁড়া। কিন্তু তাতে তোমাদের কতটা লাভ হচ্ছে, তা কখনও ভেবে দেখেছো হে মানুষেরা? তোমরা মনুষ্য জাতি ধুতি-শাড়ী, সুক্তো, পায়েস, ইত্যাদি ছেড়ে এখন অত্যাধুনিক পোশাক পরছো, চাইনিজ-মোগলাই খাচ্ছো আর নিজেকে Modern বলে জাহির করছো। তোমরা মানুষেরা আমাদের পূর্ব পুরুষ দেশী ধানগুলির ঘাড় মটকে এবং নিজেদের পাণ্ডিত্য ফলাও করতে গিয়ে Breeding পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক রকমের পরিবর্তন ঘটিয়েছো। তোমরা উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষরা কৃত্রিম ভাবে আমাদের অত্যাধুনিক রূপ দিতে গিয়ে আমাদের Originality কে নষ্ট করে দিচ্ছো। গবেষণার নামে আমাদের গুণগত মান এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ও রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার নিজস্ব ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছো। আমরা আজ উচ্চ ফলনশীল আখ্যা পেয়েছি বটে, কিন্তু তাতে আমাদের ধান ভাইদের পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরূদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে তিল তিল করে বিনষ্ট করে দিচ্ছো।

দেশী ধানগুলির মধ্যে যে কত উপকারী জিন রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করার মাথাব্যথা তোমাদের মনুষ্যকুলের নেই।

তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষ (পুরোনো) দেশী ধানগুলির চাষের অবসান ঘটিয়েছো এবং নতুন উচ্চফলনশীল (সংকর) ধান ভাইদের মাঠে এনে চাষ করছো।

ঐ তোমাদের লড়াইয়ের মধ্যেই একজন ভারতীয় কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ এম এস স্বামীনাথন খুব সাড়ম্বরে এর নাম দেন 'ভারতের সবুজ বিপ্লব' বা Green Revolution of India। তার ফলে তিনি প্রচুর উৎপাদনশীল বা প্রচুর ফলনশীল ধান তৈরী করার পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা মনুষ্যকুলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বড় বড় উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। সত্যিই ওনার চিন্তাধারার ফসল হিসাবেই আজ তোমরা এতো সংখ্যক ভারতবাসী খেতে পারছো।

তোমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কিন্তু তোমরা মানুষেরা কি একবারও ভেবে দেখেছো তাতে তোমাদের সত্যি সত্যিই কোনও লাভ হচ্ছে নাকি ক্ষতি হচ্ছে। সবুজ বিপ্লবের ফলে উচ্চফলনশীল ধানের জাত তোমরা বাজারে আনতে পেরেছো ঠিকই, কিন্তু আমাদের দেশী জাতভাইদের চাষ না করতে করতে তাদের বিলুপ্তির দিকে এগিয়ে দিয়েছ। দেশী ধানগুলির মধ্যে যে কত উপকারী জিন রয়েছে, তা নিয়ে গবেষণা করার মাথাব্যথা তোমাদের মনুষ্যকুলের নেই। দেশী ধান

জাতভাইদের মধ্যে উপস্থিত অনেক উপকারী জিন আজ চাষ না করার ফলে পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। Green Revolution এর নামে তোমরাই Gene Esrasion কে স্বাগত জানাচ্ছো। জৈব বৈচিত্র্য বা Biodiversity ক্ষুণ্ণ হচ্ছে।

দেশী ধানের মধ্যে উপস্থিত উপকারী জিনগুলির মধ্যে আছে তাদের নিজেদের থেকে লড়াই করার মতো অতুলনীয় ক্ষমতা। এই জিনগুলো গাছের মধ্যে উপস্থিত থাকলে চাষের সময় বাইরে থেকে প্রচুর কীটনাশক এবং রাসয়নিক সার প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন হয় না।

শুধু কি তাই? পরিবেশের বিভিন্ন বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে যেমন খরা এবং অতি বৃষ্টিপাতের এলাকাতে, উঁচু পাহাড় কিংবা বন্যাপ্রবণ এলাকাতে, শীতলতম পরিবেশ কিংবা লবণাক্ত জমিতে আমাদের দেশী ধান চাষের তুলনা নেই। এই দেশী ধানের মধ্যে উপস্থিত অত্যন্ত উপকারী জিনগুলো পরিবেশের এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে পারে এবং উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রেখে ভালো ফলনও দিতে পারে।

তাছাড়া তোমাদের উচ্চফলনশীল ধান তৈরী করার সময় ধানগাছের উচ্চতা কম হওয়ার জন্য দায়ী যে 'Werf gene' সেটাতো আমাদেরই দেশী ধান জাত ভাইদের থেকে নেওয়া। উচ্চফলশীল ধান চাষের ফলে তোমাদের পেটটা ভরছে ঠিক, তবে তাতে তোমাদের আসল শারীরিক ও মানসিক কোনও উন্নতি হচ্ছে কি? এর ফলে সংখ্যাগত (Quantitative) উন্নতি হচ্ছে কিন্তু গুণগত (Qualitative) মান আর ঠিক থাকছে না। এ বিষয়ে বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন একমত। এছাড়াও দেশী ধানগুলির মধ্যে যে জিন রয়েছে তাদের অনেকের মধ্যে রয়েছে নিজস্ব রো প্রতিরোধ ক্ষমতা। তোমাদেরই একজন বিজ্ঞানী Doninii (2000) বলেছেন যে, আধুনিক চা গবেষণা এবং বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষজাতি অ উপকারী জিনকে হারিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং এখন আবার নতুন করে ভাববার স এসে গেছে। এক দি মাঠের জমি থে ভূগর্ভের জল তুলে তুলতে তোমরাই মাটি আম্লিক ও নোনা ক ফেলছো যা কিছুদিন পর চাষবা অনুপযোগী হয়ে উঠ চাষের জমি অতিরিক্ত কীটনাশক সার প্রয়োগের ফ খাওয়া দাওয়ার দিয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই বিষগুলি তোমা শরীরের ভেতরে গিয়ে জমছে এবং বিভিন্ন রোগ বিব করছে। এর ফলেই জৈব (Biomagnification) হচ্ছে।

দেশী ধানের মধ্যে উপস্থিত উপকারী জিনগুলির মধ্যে আছে তাদের নিজেদের থেকে লড়াই করার মতো অতুলনীয় ক্ষমতা। এই জিনগুলো গাছের মধ্যে উপস্থিত থাকলে চাষের সময় বাইরে থেকে প্রচুর কীটনাশক এবং রাসয়নিক সার প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন হয় না।

আরও তো শুনছি যে তোমাদের বিশ্ব জনস এখন সাতশো কোটিতে পৌঁছেছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা করেছেন যে ধানের ফলন না বাড়াতে পারলে আ ৫০ বছরে পৃথিবীর ২০০ কোটি লোক নাকি একমু ভাতের জন্য হাহাকার করবে।

অতএব, বিপদে পড়লেই তোমরা দেশী ধান শরণাপন্ন হও নইলে আর একবারও ফিরে তাকাও সুতরাং সমূহ বিপদ। হে মনুষ্যকুল, বাঁচতে হলে স মিলে দেশী ধানদের আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর

এখন আমার কথাগুলো তোমরা পাগলের প্রলাপ হিসাবে মনে করতে পারো কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীই আমার দেশী জাতভাইদের নিয়ে গবেষণা শুরু করে দিয়েছেন। আমাকে চেনার চেষ্টা করছেন এবং আমার গুণগত মানকে কাজে লাগানোর জন্য অবিরাম পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করে দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ধান্য গবেষকেরা (বিজ্ঞানীরা) যেমন সম্মানীয় বিচারীয়া, বালান, চে ..... ইত্যাদি আরও অনেকেই আছেন যাঁরা দেশী ধানের উপর অনেক তথ্য ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

তোমাদের নদীয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা দেশী ভ্যরাইটি গুলির উপর বিশদভাবে গবেষণা করছেন অনেক বাঙালী নবীন ও প্রবীন বিজ্ঞানী। রানীসাল, বেহালসাল, ঝিঙ্গাসাল, সুঙ্গানাগরা, ধুরী, নিতাইসাল, বলরামসাল, রাজবাদশা, অন্নদা ইত্যাদি কত না সুন্দর সুন্দর নাম আছে আমাদের দেশী জাতভাইদের।

সুতরাং ভয় পাওয়ার কারণ নেই। "Old is Gold" কথাটাকে আবার স্মরণ করার এবং বোঝার মতো বুদ্ধিই তোমরা হারিয়ে ফেলেছো এই কম গুনগত মান সম্পন্ন চালের ভাত খেয়ে খেয়ে। আর সবশেষে তোমাদের ব্যক্তিগত ব্যপারে একটু নাক গলাচ্ছি হে মনুষ্যভাইরা, তোমরা সব আগে তোমাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে শেখো। নইলে একদিন আসবে যখন পৃথিবীর কোনও বিজ্ঞানীই তোমাদের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অসুস্থতা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তখন তোমাদের ঐ কবিগুরু রবি ঠাকুরের বাণীটিকে দিনরাত স্মরণ করতে হবে .....

"ফিরে দাও সে অরণ্য
লও এ নগর।"

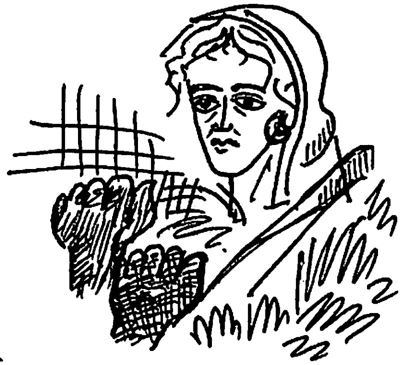

হতাম যদি

আরজুল সেখ (বি.এ., ২য় বর্ষ)

হতাম যদি ঝরা পাতা,
ঝড়ে উড়ে যেতাম।
হতাম যদি ডুমুরের ফুল,
স্বপ্ন সত্যি করতাম।।

হতাম যদি আকাশের মেঘ,
আপন খেয়ালে বেড়াতাম।
হতাম যদি চাঁদের আলো,
রাত্রে আলো দিতাম।।

হতাম যদি মনের মানুষ
মনটা কেড়ে নিতাম।
হতাম যদি বনের পাখি,
মিষ্টি গান শোনাতাম।।

নারীকথা

লতা চৌধুরী (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় বর্ষ)

যে মেয়েটি বিয়ের দিন
লগ্ন পেরিয়ে গেল,
সেই মেয়েতো সমাজ মাঝে
লগ্ন ভ্রষ্ট হল।
যেই মেয়ে বিয়ের পরও
হোলো না অন্তঃসত্ত্বা,
সেই মেয়েকে নামটি দিল
মেয়ে তুই বন্ধ্যা।
যেই মেয়েকে ইচ্ছে ছাড়াই
শরীর দিতে হল,
সেই মেয়েতো সমাজ থেকে
"ধর্ষিতা" উপাধি পেল।
কিন্তু যে ছেলেটির অত্যাচারে
একটি মেয়ে বলি হল—
সেই ছেলেটি সমাজের থেকে
কী উপাধি পেল?
জামাই ষষ্ঠীতে জামাই আদর
ভাই ফোঁটায় আর রাখীতেও
ভাই আদর পেল
তাহলে নারীদের যত্ন কোথায়?
নারীদের কী সতীদাহ,
সিঁদুরখেলা আর শিবরাত্রি
ছাড়া কী কিছুই নেই?
তারা কী শুধুই পুরুষদের খেলার পাত্রী?
যে পুরুষটি হাঁকিয়ে বলেন
মেয়েদের পড়াশোনা শিখিয়ে কী হবে?
দুদিন পরে তারাই তো
শ্বশুরবাড়ি বাসন মাজতে যাবে।

তাদের জন্য একটা কথা
আমি বলতে চাই—
এখন কেন বেঁচে আছ
একদিন তো মরতেই হবে ভাই
তাইতো বলি মেয়েদে
করোনা অসম্মান
যদি পারো চেষ্টা করো
দিতে কিছু প্রতিদান।

উন্মুক্ত মন

শ্রাবণী সিংহ (ইংরাজি, ২য় বর্ষ)

ভালো লাগে মনমাতানো অল্পসল্প বৃষ্টি,
কখনোও আবার রৌদ্র লাগে অসাধারণ মিষ্টি।
তীব্র বাতাস কখনোও আবার উড়িয়ে নিয়ে যায় —
মনটা আমার সদাই যেন তার দিকেতে ধায়।
সবুজ গাছের ছোট্ট পাতা হালকা নাড়া দেয়,
মন মোর হায়! তাকেই যে আজ আপন করে নেয়।
ছোট্ট গাছে ছোট্ট আমার নয়নতারা ফুল, —
খেলতে গিয়ে তাকে তুলে করেছি যে ভুল
কত ফড়িং উড়তে দেখি আকাশ পানে চেয়ে
কতক তার আমার দিকে আসছে যে ধেয়ে
নদীর জল নিজ খেয়ালে এঁকেবেঁকে বয়
তার সাথেতে আমার আজ সখ্যতা যে হয়।
তার কাছেতে বললাম আজ নিজ জীবনের কথা,
তাইতো বোধহয় অনেকখানি কমলো মনের ব্যথা।

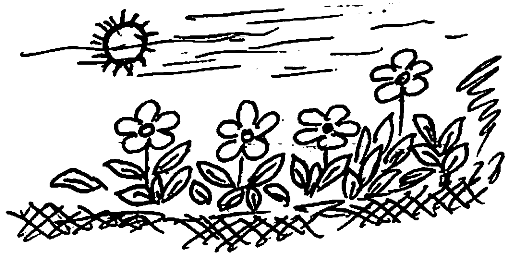

বসন্ত

বীণা মণ্ডল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ)

এসেছ তুমি,
ছিলাম তোমারই অপেক্ষায়।
বৈশাখের তপ্ত রৌদ্রে পুড়ছি আমি
হৃদয় হয়েছে নিঃস্ব
যখন মন প্রাণ ছিল অবসন্ন
দেখি হঠাৎই এসেছে বর্ষা
ভাসিয়ে নিয়ে গেছে মোরে
ঐ দূর পশ্চিম দিগন্ত পানে,
ভেবেছিলাম হবে না বুঝি আর ফেরা সেথা হতে।
তারপর এসেছে শরৎ
অনেক শঙ্কা তাড়িয়েছে আমায়।
বুঝি হঠাৎ কখন বৃষ্টি এসে
ভিজিয়ে যায় আমার দুয়ার।
এসেছে হেমন্ত, সেও দিয়েছে ফাঁকি
শুধু আমার দুহাত করেছে রিক্ত।
না বলেই এসেছে শীত
না বলেই গেছে চলে।
বহু প্রতীক্ষার পর
এসেছ তুমি
কচি পাতার মত, মন উঠেছে ভরে
সাজিয়েছে নানান রঙের ডালি।
আমার দু'চোখ দেখেছে স্বপ্ন
তুমি আমার বসন্ত।

তার অপেক্ষায়

বর্ণালী পাল (বিএ, সংস্কৃত)

কান্না হাসির অন্তরালে,
খুঁজে ফিরি তোকে প্রতিটি ক্ষণে,
আসবি না জানি,ফিরবি না তুই,
তবু থাকবি মনের প্রতিটি কোণে।
বোঝে না এই বেহায়া মন,
কোনটা আসল, কোনটা নকল,
দশ আঙুলের ছোঁয়া-ছুঁয়ি,
গল্প কথা আবোল-তাবোল।
বুঝিনি তোর মিথ্যে প্রেম,
মিষ্টি কথার অন্তরাল,
কথার মাঝেই লুকানো কথা,
ভালোবাসার মিথ্যে জাল।
বোবা এই মন ফুপিয়ে কাঁদে,
শুধু তোকেই খুঁজে ফেরে,
আজকে যে তুই অনেক দূরে,
তোকে স্পর্শ করি কেমন করে?
ছিলাম যেমন, তেমনই আছি,
জানি না কী ভবিষ্যৎ।
সুখ, দুঃখ, হাসি কান্নায়,
থাকবো এমনই অকপট।
আসবি জানি ঠিক একদিন,
ফিরবি আমার পিঞ্জরে,
স্মৃতির গল্প গুছিয়ে নিয়ে,
শোনাতে চাই তোর তরে।।

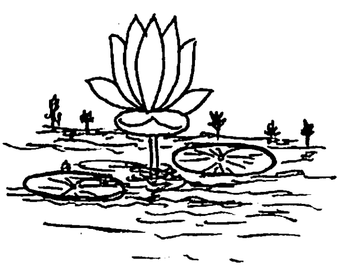

বিদ্যাদেবী সরস্বতী

প্রশান্ত পাল (বি.এ., ২য় বর্ষ)

থানা আমার নবদ্বীপে
মুকুন্দপুরে বাসা
সরস্বতী মার অপেক্ষাতে
মনে অনেক আশা।
মাঘ মাসটা এলে পরেই
আনন্দ জাগে মনে
সকলে মিলে এক সাথে যা
বিদ্যাদেবীর স্থানে।
সবাই যাই একই সাথে
কেউ যায় না বাদ
অঞ্জলি দিয়ে মায়ের পায়ে
নিই আশীর্বাদ.....।

বিক্রয়মূল্য

সূর্যেন্দু পাল (প্রাণীবিদ্যা, ২য় বর্ষ)

রোজ একই
আর ঢেকে যাওয়া দরদা
যেখানে মেপে নেওয়া
দাঁড়িপাল্লার ভারসাম্য
আর কিছু টুকরো কথা
ঝড়ে ভেসে যাওয়া
বিক্রি করার চেষ্টাটা
বড্ড নিখুঁত;
আদপে শুধু বাড়িয়ে যাও
বিক্রয়মূল্য।

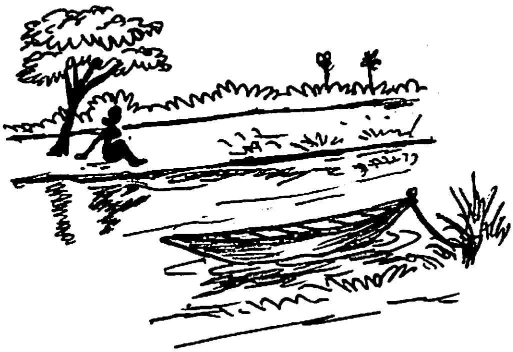

নদীর ওপারে তুমি

ত্রিদিব চ্যাটার্জ্জী (বাংলা, ২য় বর্ষ)

নদীর ওপারে তুমি বসে আছো একলা
আমার কথাটি তোমার মনে পড়ে কি দু'বেলা।

মাঝির টানে বয়ে যায় নদীর উপর নৌকা।
জলের স্রোতে ভেসে যায় আমার মনের দরজা
নদী যখন বলে ওঠে ওরে মাঝি ভাই
তোর দুঃখের কথা আমি কারে বা শোনাই,
মাঝি বলে বলো না তুমি আমার দুঃখের কথা
নীরবে সেটা থাকবে আমার মনের গভীরে গাঁথা
যখন মাঝ নদীতে পাল ছিঁড়ে যায়
অবাক হয়ে তখন আমি সেদিক পানেই চাই
ওপার থেকে বলবে তুমি
পার করে দাও আমারে।
নৌকা নিয়ে তাড়াতাড়ি
আসব আমি এপারে।

পথ গেছে বেঁকে

অপরাজিতা চৌধুরি (বি.এ., ৩য় বর্ষ)

পথের বাঁকে যেথায় আমার, —
শূন্য পরিচয়।
বেখেয়ালি মনটা ছোটে কি করে তাকে বোঝায়?
আসবে তুমি বলেছিলে
সেই যে কোন এক দিন
এখন আমি নিজের সাথে হয়েছি আলাপহীন,
তোমায় নিয়ে ভেবেছিলেম কত স্বপ্নের নীড়,
কিন্তু তুমি আসবে কবে?
আমায় বলো স্থির!
আমি না হয় নীরব হয়ে রইলাম পথ চেয়ে —
তুমি বলো আসবে সেদিন আরও নিবিড় হয়ে
নাকি সবটাই —
পক্ষীরাজের মতো ওই দূর দেশে —
যেথায় রয়েছি আমি
নিঃসঙ্গ বেশে।।

ব্যস্ততা

বিজয় ভৌমিক (রসায়ন, ২য় বর্ষ)

জীবন হয়ে ব্যস্ত
দিনের শেষে যায় অস্ত,
তবুও সে প্রতি নিয়ত ব্যস্ত।

কখনো কাজে, কখনো আনন্দে,
কখনো দুঃখে কেটে যায় দিন।

মনের আনাচে কানাচে জমে অন্ধকার।
হাত বাড়িয়ে মন খোঁজে
আলোর জন্য খোলা দ্বার।

কখনো ছন্দে, কখনো দ্বন্দ্বে,
কখনো নিরানন্দে কেটে যায় জীবন,
ব্যস্ততার সঙ্গে।

হারানো শৈশব

পূজা ঘোষ (ইতিহাস, ৩য় বর্ষ)

বছর এসে চলে যায়,
শেষ হয়ে যায়
হারিয়ে গেছে সবার
মজার ছোটবেলা

দুরন্ত মনের চঞ্চলতা
চাঁদনী আলোর
লুকিয়েছে সব কোন সুদূরে
শিশির ধোয়া

আজকে কারও হয় কী দেখা
লালচে রোদের
পাখির সুরে সকাল হওয়া
এখন হাতে গোনা

সকলে কেমন ব্যস্ত এখন
ত্রস্ত সকল কাজে
শৈশবও তাই পথ হারিয়ে
বিষাদ ব্যথায়

ছোটবেলার দিনগুলি আজ
গল্প ছড়ার দলে
হারিয়ে গেছে হই হুল্লোড়,
লোভের কোলাহ

ক্ষণিকের স্পর্শ

সুষমা দাস (ইতিহাস, ৩য় বর্ষ)

মাস্তুল,
ওই যে কোণঠাসা চোখ,
খুঁজেছিল যে শুধু লেখা নাম তাঁর মাস্তু
রাঙিয়েছিল যে কেবলই তাঁ
এক আবেগের সিক্ততায়।

তুমি স্নিগ্ধ, ভেজা রোদ,
তাই আর ভাবিনি,
ক্ষণিকের আনন্দ দিয়েই,
লিখেছিলাম তাঁর নাম,
কেবলই মাস্তুলের গায়ে।
তবে সেও তো এক মনের প্রত্যাশা,
প্রত্যাশা - আর উষ্ণতার সংস্পর্শে,
রয়ে গেছে কেবলই কিছু রেশ,
সকাল থেকে রাত্রি অবধি,
মুখ লুকিয়ে ছুটে চলা এক
আলোক দিশার তরে।
তবে কাজের নৈপুণ্য যে শুধুই
সভ্যতায় আছে, তা নয়!
প্রকৃতিরও আছে।
রক্তিম আলোর ওই হলুদ বিবর্ণ আভা
কেউ কেউ বলে সে নাকি সূর্যের স্পর্শ,
তাকে ছুঁতে চাওয়া যে কেবলই স্বপ্ন,
এক অন্তিম শেষার্ধে চাওয়া কোনো
বিশিষ্ট সিক্তের ছোঁয়া।।

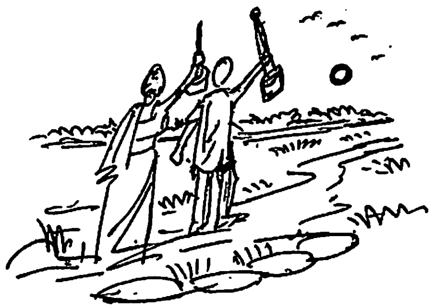

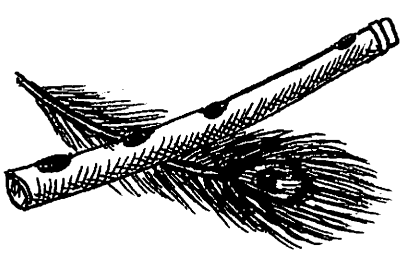

সন্ধ্যার সকাল

ইনজাবুল মন্ডল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ)

প্রতিদিন বিকেল বেলায়,
অবসরে একটু আমি ঘুমাই।

ঘুম থেকে জেগে মনে হয়
সকাল হলো বোধ হয়

ভাবি আমি কী করলাম।
কী করলাম হায়!
আজ আমার পড়তে যাওয়া।
হলো না, হলো না আর বোধহয়।
মাকে বলি মাগো মা,
একটু চা আনো,
মা বলে সন্ধ্যাবেলায়
তুমি তো চা খাও না কখনো।

ঐক্যের গান

সৌভিক ঘোষ (বি.এস.সি., ১ম বর্ষ)

এই আছি এই যাচ্ছি এই নিয়ে মোরা বেঁচে আছি।
করতে চাই অনেক কিছু, ছুঁতে চাই ওই গগনটুকু।।
পারছি না, পারব না-য় ভেসে যায় আজগুবি ভাবনা যত।
শুধু ভাবি আমাদের তো করার আছে কত।।
লড়তে রাজি, লড়ব মোরা এই হল শপথ।
সবাইকে সাথে নিয়ে চলতে হবে পথ।।
সবার আছে একটা স্বপ্ন
চলো এবার করি তা পূর্ণ।।
একসূত্রে থাকবে বাঁধা এক মন আর প্রাণ।
কিছু হলে আছে আমাদের জান।
দেখি বিপদের কত টান।
কে ভাঙে আমাদের এই মান।
চলো ধরি ঐক্যের গান।।

ধন্য আমি নারী

আজম সেখ (ইতিহাস, ৩য় বর্ষ)

আমি নারী, আমিই পারি ভাঙতে গাঁথা দেয়াল
ফালতু, তবু আমার আছে নিজের কিছু খেয়াল,
আমার আছে ভুবণ জোড়া মুক্ত আকাশ মাটি
সেই ধরাতে একলা আমি আপন মনে হাঁটি।

আমি নারী আমিই পারি বাঁধতে মাথায় কেশ
ফালতু, তবু একলা আমি গড়তে পারি দেশ,
আমার এখন সবকিছুতেই সমান অধিকার
ঘরের কেণে লুকিয়ে আমি চাই না খেতে মার।

আমি নারী, আমিই পারি জ্বালতে মাটির চুলো
ফালতু, তবু আমিও দেশের ছাই ফেলানো কুলো,
আমার আছে শলার ঝাঁটা, ময়লা তোলা ঝুড়ি
এই দুহাতে রোজই আমি মমতার তীর ছুঁড়ি।

আমি নারী আমিই পারি আনতে ডেকে সুখ
ফালতু, তবু সবাই খোঁজে লুকিয়ে আমার মুখ,
আমার মাঝে সকলের মা বলছি তোদের শোন,
এই আমাতে আরও আছে কন্যা জায়া বোন।

আমি নারী আমিই পারি তুলতে কলস কাঁখে
ফালতু, তবু আমায় ধরা নানান নামে ডাকে,
আমার মাঝে সর্বদা হয় নতুন মানুষ সৃষ্টি
যার কারণে সামান্যতে মেঘ ছাড়া হয় বৃষ্টি।

আমি নারী আমিই পারি ভুলতে মরণ শোক
ফালতু, ভেবে আমায় দেখে হয়তো হাসে লোক,
আমার তাতে কি যায় আসে ভাবছি নিজের মতো
সঠিক পথে চলবো সদা আসুক বাধা যতো।।

বীর সন্তান

নিতাই বর্মন (শিক্ষাবিজ্ঞান, ১ম

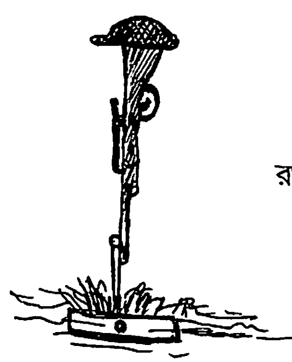

হে ভারত মাতার বীর সন্তান!
তোমাদের সাহস শক্তি আর বীরত্ব
ভারতবাসীকে করেছে গর্বিত।
তোমরা দাঁড়িয়ে আছো
সকল মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে।
তোমাদের চোখে নেই ভয়
তোমরা সব বাধা করেছ জয়
মরণকে করেছ বরণ,
ভয়কে করেছ ক্ষয়
রক্ত ঝরিয়েছো নদীর স্রোতের মত।
পরিবর্তে পেয়েছো উপহার
শরীর ভরা চাঁদের কলঙ্ক।
ঝড় বৃষ্টির প্রতিকূলতাকে
হারিয়ে দাঁড়িয়ে নিশানায়
থেকেছো অব্যর্থ!
মায়ের সম্মান বাঁচাতে।
পতাকা তুলে নিয়েছো হাসি মুখে।
গেয়েছো জয়ধ্বনি
'বন্দেমাতরম!'
তোমরাতো ভারত মাতার বীর সন্তান
তোমাদের বীরত্বে শত্রুরা নাজেহাল
তাই তোমাদের জানাই স্যালুটের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

সুখের খোঁজে

সূরাজ বনিক
(শিক্ষাকর্মী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ)

জীবনটার কোথায় শুরু, কোথায় যে শেষ নেইকো আমার জানা
অনেক চেনা মানুষ আমার হয়েছে অচেনা।।
অচেনার ভিড়ে হারিয়েছে চেনা মানুষের মুখ,
চোখের জল ধরা পরে আমার মনের অসুখ।।
ভালোবাসায় আঘাত ছিল, ছিল না আমার জানা
সুখকে হারিয়ে পেয়েছি আমি দুঃখের ঠিকানা।।
হয়তো এটাই জীবন আমার, নিয়েছি আমি মেনে,
দুঃখটা আজও সাথে, সাথে সুখটা যে দিন গোনে।।
আজও এলোনা সুখের সেদিন, জানিনা সে কোথায়??
দুঃখটা আজও সঙ্গী আমার, সুখটা শুধুই পালায়।।
মনটাকে শুধু প্রশ্ন করি, এভাবে আর ক-দিন???
উত্তরে সে বলে আমায়; তুই থাকবি যতদিন....
হয়তো এভাবেই চলতে, চলতে জীবনটা হবে শেষ,
দুঃখটা থাক বন্ধু আমার; সুখটা নিরুদ্দেশ।।
তবুও আমি পৌঁছাতে চাই 'সুখের ঠিকানায়' —
জানিনা সে ধরা দেবে কী.....না??
রইলাম আমি আশায় ....

শিউলী ফুল

সুব্রত মণ্ডল (শিক্ষাবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ)

হেমের হেমাঙ্গ
শীতল পবনে ঝর ঝর,
মাটিতে লুটায়ে পড়
আহা মরি সুগন্ধে ভরো বঙ্গ।
কী জানি কাহার তরে
ফুটিয়া গভীর রাতে
ভোরে ঝর ঝর,
শীতের কুয়াশার চাদরে
নকল দেওয়াল
ভেদ কর।
ঘাসের শিশির ভাঁজে
পাখির কূজন মাঝে
শীতল বাতাসে মধুর সুর তোল,
সবুজ পাতার ফাঁকে অপরূপ হাসি
হেসে হৃদয় মোহিত কর।
সকালের সোনালী রোদে গলিত
তুষার গায়ে মেখে ঝিকিমিকি কর,
নিজ সুগন্ধে সুগন্ধিত
শ্বেত চাদরে ঢাকো সারা বঙ্গ।

বিষাক্ত মানুষ

প্রসেনজিৎ বিশ্বাস (বিএ, ৩য় বর্ষ)

মধ্যিখানের দিন,
চলছিল কোনো বাধা-বাঁধন ছাড়াই,
হঠাৎই, এক নিমেষে মনে হল যেন থেমে গেল
সময়টা!
কোনো হিসেব-নিকেশ ছাড়াই।
অবসাদের নীলে ভরে এল চোখ,
অতর্কিত মস্তিকে কেবল শুধু কিছু কথার চলন,
আর চোখের মণিরা ঘোরাফেরা করছে আয়নায়!
নিজের প্রতিবিম্ব দেখে।
যেন কোনো নিঃশব্দ আততায়ী।
মেয়েটির ইন্দ্রিয়গুলি ক্রমে শিথিল হয়ে আসে,
মনখারাপি প্রমাণ লোপাটের তরে।
মেয়েটি গুছিয়ে নিয়েছে ক্রমেই,
ওর চোখদুটি যেন সবটাই কালো,
সবটাই রাতের শিরায় শিরায় জমিয়েছে বিষ।
অন্তত একটু ঘুমের হিসেব মেলানোর তরে।
মধ্যিখানের দিন,
মিলল না সে আর ঘোলাটে—
ছায়া ও!
হৃদমাঝারে জমে এল বিষ,
আদুরে কোনো হিসেব-নিকেশ ছাড়াই।
গল্পটায় অধ্যাত্মের নতুন মাত্রা,
যুক্ত হয় কালের কণ্ঠে।
পড়ে থাকে শুধু কিছু পুরনো চিঠি,
মনখারাপি প্রমাণ লোপাটের তরে।।

সকাল

রথীন্দ্র দাস (বি.এ., ১ম বর্ষ)

রাত পেরিয়ে ভোর হল
সকাল বেলা সূর্য উঠল
অন্ধকার ছেড়ে আলো এল।।
মধুর কণ্ঠে পাখিরা ডাকল।
সূর্যের আলো সকাল বেলা
দেখতে লাগে আলোর মেলা।।
সেই আলোতে হারিয়ে গেলাম
নদীর কূলে বেড়াতে এলাম
নদীর জলে মুখটি ধুয়ে
শীতল হয়ে আরাম পেলাম।।
সকাল বেলা সূর্য উঠল
অন্ধকার ছেড়ে আলো এল।।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ

প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

বাংলা বিভাগ

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ
রসায়ন বিভাগ

শিক্ষামূলক ভ্রমণ
পদার্থবিদ্যা বিভাগ

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম : একটি বীক্ষা

লিপিকা তালুকদার (ইতিহাস, ১ম বর্ষ)

ী:পূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এর মধ্যে দুটি অন্যতম ধর্ম হল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম। এই দুটি ধর্মেরই কেন্দ্রবিন্দু হলো অহিংসা নীতি। তাই দুটি ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা গেলেও কিছু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি তুলনামূলক আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়। নিম্নলিখিত কিছু ক্ষেত্রে দুটি ধর্মের সাদৃশ্য বর্ণিত হল।

জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম আন্দোলনেরই প্রবক্তারা ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত এবং তাঁরা অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন।

এই দুই ধর্মের প্রবক্তারা ব্রাহ্মণদের জাতপাতকে স্বীকার করেননি। তারা স্বীকার করেননি ধর্মীয় গোঁড়ামীকে।

এই দুই ধর্মের প্রবক্তারা মনে করতেন যাগযজ্ঞ পশুবলির মাধ্যমে কখনও মুক্তিলাভ হয় না।

এই দুই ধর্মই নির্বাণ লাভের উপর গুরুত্ব দেয়, অহিংসা তত্ত্বকে মেনে চলে, মোক্ষলাভকে জীবনের পরম উদ্দেশ্য বলে মনে করে।

এই দুই ধর্মই জীবনের ন্যায়নীতি বোধকে মূল্য দেয়।

এই দুই ধর্মের প্রবক্তাগণ সমাজের বৈশ্য শ্রেণীকে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেন। তাই সমকালীন ধনী শ্রেষ্ঠীগণ এই দুই ধর্মের যেকোন একটি গ্রহণ করেন।

কালচক্রে পড়ে এই দুটি ধর্মই এক সময় বিভক্ত হয়ে যায় দুটি ভাগে। জৈন ধর্ম বিভক্ত হয় শ্বেতাম্বর-দিগম্বরে এবং বৌদ্ধধর্ম বিভক্ত হয় হীনযান-মহাযানে।

এই দুটি ধর্মের সাদৃশ্য থাকার পাশাপাশি কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। সেগুলো হল —

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্ত্তক হলেন শ্রীগৌতম বুদ্ধ। কিন্তু জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন তা কিন্তু আমরা সঠিক করে বলতে পারিনা। কারণ আমরা যে ২৪ জন তীর্থঙ্করের নাম পাই তারা কেউ জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ থেকে শুরু করে ২৪ তম তীর্থঙ্কর মহাবীর কেউ জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেননি। তারা জৈন ধর্মের সংস্কার করেছিলেন।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ হল ত্রিপিটক। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। ত্রিপিটক তিনটি ভাগে বিভক্ত— সুত্ত পিটক, বিনয় পিটক ও অভিধর্ম পিটক। এতে বৌদ্ধধর্মের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জৈন ধর্মগ্রন্থ হল দ্বাদশ অঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, এছাড়াও আচরতো সূত্র, ভগবতী সূত্র প্রভৃতি থেকে জৈন ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

বৌদ্ধধর্ম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। শ্রীগৌতম বুদ্ধ নিজে মহারাষ্ট্র, সারনাথ, বৈশালী, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটান এবং পরবর্তী কালে মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁর

পুত্র মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রার মাধ্যমে ভারতের বাইরেও এই ধর্মের প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্ম দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল। মহাবীর নিজেই দক্ষিণভারত, কৌশাম্বী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ প্রভৃতি স্থানে এই ধর্মের প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্ম ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হল জৈন ধর্মের প্রচার করেছিলেন মুনিরা। জৈনধর্মের নিয়ম অনুযায়ী তাদের নানা বিধিনিষেধ পালন করতে হতো। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত তাদের দিন কাটতো কঠোর নিয়মের মধ্যে দিয়ে। যেমন তাদের নদী পারাপার সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। তাই তাদের পক্ষে বিদেশে জৈনধর্মের প্রচার করা সম্ভব হয়নি।

বৌদ্ধধর্মে অহিংসা-নীতিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশুবলি নিষিদ্ধ করা হয়। ন্যায়নীতির মাধ্যমে জীবনযাপন করতে বলা হয়।

কিন্তু জৈন ধর্মে এই অহিংসা নীতিকে কঠোর ভাবে পালন করা হয়। তারা(জৈনরা) সমস্ত জীবের উপর প্রাণের আরোপ করেন। তারা যখন রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন তখন তাদের নাসিকায় একছত্র কাপড় বেঁধে রাখেন যাতে বাতাসে ভাসমান কোন প্রাণী তাদের নাসিকায় প্রবেশ করে মারা না যায়। একটা পাথর কে জলে ফেললে জল ও পাথরের উভয়ের যে ব্যথা অনুভব হয় তা তারা স্বীকার করতেন।

বৌদ্ধধর্মে কৃচ্ছ্রসাধনের উপর তেমনভাবে জোর দেওয়া হয় না। ন্যায়নীতির মাধ্যমে তারা জীবনযাপন করাকেই শ্রেয় মনে করা হত।

কিন্তু জৈনধর্মে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন এবং অত্যন্ত সংযমের মাধ্যমে জীবনযাপন করতে বলা বলা হয়।

বৌদ্ধধর্মে সংঘ গঠন করা হয়। বুদ্ধদেব সংঘ গঠন করে ভিক্ষুদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছিলেন। একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর বয়স ২০ বছর হলেই সেই সংঘে প্রবেশ করতে পারতেন। এর পূর্বে তাকে প্রবজ্যা গ্রহণ করতে হত।

জৈনধর্মে এমন কোন সংঘ গ্রহণ করা হয়নি।

বৌদ্ধধর্ম কখনও ব্রাহ্মণ্যবাদকে স্বীকার করেনি। বৌদ্ধরা জাতপাতকে মানেননি। তাই এই কারণেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্ম জনসমর্থন হারিয়েছিল।

কিন্তু জৈনধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদকে স্বীকার করেছিল। জৈনরা তাদের বৈবাহিক কার্যাবলী ব্রাহ্মণ্য রীতিকে মেনে করতেন। এমনকি তারা কিছু কিছু দেব-দেবীকেও স্বীকার করেছিলেন। তাই এই ধর্ম বহু দিন টিকে ছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম এক সময় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটায় তারা হীনযান ও মহাযান — এই দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। হীনযানরা প্রাচীন থেরবাদকে আঁকড়ে ধরে জীবনযাপন করতেন। কিন্তু মহাযানরা বৌদ্ধধর্মে স্বীকৃত নতুন দশটি নিয়ম মেনে চলতেন। তারা বুদ্ধদেবের মূর্তি পূজা করতেন।

জৈন ধর্ম একসময় শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর — এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শ্বেতাম্বররা সর্বত্যাগীর প্রতীক হিসাবে শ্বেতবস্ত্র পরেন এবং দিগম্বররা সর্বত্যাগীর প্রতীক হিসাবে বস্ত্রত্যাগ করেন।

আমাদের গ্রন্থাগার

অমলেন্দু দাস
(গ্রন্থাগারিক, নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ)

গ্রন্থাগার সমাজ উন্নয়নের বাহন। একটি জাতির মেধা, মনন, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ ও লালন-পালনকারী হিসেবে গ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। তাই গ্রন্থাগারকে বলা হয় 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়'। গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যথার্থই বলেছেন — 'মহাসমুদ্রের শত বৎসর কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, ঘুমন্ত শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরবে মহা-শব্দের সহিত এই লাইব্রেরীর তুলনা হইত।' সারা বিশ্বের মণীষীদের চিন্তার সঙ্গে মহামিলনের পবিত্র স্থান গ্রন্থাগার।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই কলেজের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ গ্রন্থাগারকে প্রতিষ্ঠানের হৃদয় হিসাবে তুলে ধরেছেন। সেইরূপ এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কলেজের হৃদয় হিসাবে পরিগণিত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য প্রবন্ধে বলেছেন, ''লাইব্রেরীর মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য — সেই হল বড় লাইব্রেরী, আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরীকে তৈরী করে তা নয়, লাইব্রেরী পাঠককে তৈরী করে তোলে।" সেইরূপ নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার আকৃতিতে ছোট হলেও সর্বদা পাঠকের পরিষেবা প্রদানে সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্য অনুযায়ী ছাত্রজীবনে গ্রন্থাগার আবশ্যিক তো বটেই, গ্রন্থাগার 'ছোট' আমিকে 'বড়' আমিতে পরিণত করার সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও প্রচুর পুঁথি ও গ্রন্থ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী। তবে গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে কিছু বলার আগে গ্রন্থ, তথ্য, গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে দু'একটি কথা কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে লিখতে চাই যাতে গ্রন্থ, তথ্য ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিকভাবে অবহিত হয়।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদিগন্ত পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায়, মানুষ প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে তার অনুভূতি, ভাবনা-চিন্তা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আর এই লিপিবদ্ধ করে রাখার উদ্দেশ্য হলো যোগাযোগের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ভবিষ্যতের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন করা। সভ্যতার আদি থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত হাজার হাজার বছর ধরে কালের প্রবহমান ধারায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের বিচিত্র ও সমৃদ্ধি গতিপথে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মানুষের

পাঠ-চাহিদা মেটানোর জন্য বিচিত্র সংগ্রহ, সংগঠন ও সংরক্ষণের এ মহান কাজটি সম্পাদন করার তাগিদেই প্রয়োজন হয়েছে গ্রন্থাগারের।

গ্রন্থাগার (ইংরেজি ভাষা Library) বা প্রকৃত অর্থে 'পাঠাগার' হল বই, পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্য সামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা, যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে পাঠ, গবেষণা কিংবা তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। বাংলা গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার শব্দ দুটি সমার্থক। 'গ্রন্থাগার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে গ্রন্থ +আগার এবং 'পাঠাগার' শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে পাঠ+আগার পাওয়া যায়। অর্থাৎ গ্রন্থ সজ্জিত পাঠ করার আগার বা স্থান হল গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের ইতিহাসের শুরু ২৬০০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে, প্রাগৈতিহাসিক থেকে ঐতিহাসিক যুগের সন্ধিক্ষণে। তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতীব সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব মিলেছে।

প্রমথ চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, 'আমরা যত বেশি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশি উপকার হবে।' আমার মনে হয়, দেশে লাইব্রেরী হচ্ছে এক রকম মনের হাসপাতাল। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য আমাদের মৌলিক চাহিদা সমূহের অন্যতম। কাজেই আমাদের দেশে হাসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও স্থাপন করতে হবে।

যুগের অপরিহার্যতা এবং তথ্যের ব্যাপ্তির এবং তথ্যের ব্যাপ্তির সাথে সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিধি বর্তমানে গ্রন্থাগার থেকে বিবর্ধিত হয়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারের পরিষেবারও আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্ব জুড়ে লাইব্রেরীগুলোতে একটি নীরব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ পাঠকের চাহিদার পরিবর্তন। যে কারণে বিশ্ব জুড়ে লাইব্রেরী ২.০ নামে নতুন একটি আন্দোলন শুরু হয়েছে। লাইব্রেরী ২.০ লাইব্রেরী সেবার পুরানো সব কিছুই বদলে দিয়েছে। লাইব্রেরী ২.০ হল ব্যবহারকারী চাহিদা অনুযায়ী লাইব্রেরী সেবা দেওয়ার নতুন ধারনা।

এবার আসি কলেজের গ্রন্থাগারের কথায়। গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান। আমাদের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটিতে প্রত্যেক বছরই বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ কেনা হয়। ক্রয়ের মাধ্যম ছাড়াও দান ও উপহারের মাধ্যমেও গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এরপর গ্রন্থগুলির Accessing, Cataloging, Classification, Stamping, Labelling, Stacking & Scientific arrangement -এর মাধ্যমে গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেনদেন চলতে থাকে।

কলেজের পঠনপাটনের বিভাগ অনুযায়ী সকল ছাত্র-ছাত্রীকে দুটি করে লাইব্রেরী কার্ড প্রদান করা হয় এবং সে কার্ডের একটিতে ব্যবহারকারীরা গ্রন্থ বাড়ীতে পড়বার জন্য ব্যবহার করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে গ্রন্থ ফেরত ও অন্যথায় বিলমোবর জন্য মাশুল এর ব্যবস্থা রয়েছে। কলেজের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন জার্নাল ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স নেওয়া হয়।

বর্তমানে গ্রন্থাগারে N-LIST এর মাধ্যমে প্রায় ৯২০০০ ই-বুক এবং ২৩০০০ ই-জার্নাল ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া আমাদের গ্রন্থাগার Ministry of Human Resource Development (MHRD) এর দুটি ই-লার্নিং প্রকল্পের সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এই দুটি প্রকল্প হল — Digital Library (NDL). NPTEL এর মধ্যে রয়েছে প্রায় ৭০০রও অধিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিডিও লেকচার। এছাড়া NPTEL মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ের ওপর ওয়েব কোর্সও করানো হয়। NDL

এর মাধ্যমে ৫৫০৬০০ অধিক ই-বুক, ই-জার্নাল, প্রজেক্ট পেপার, থিসিস, ভিডিও লেকচার, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। গ্রন্থাগারের সকল পাঠকের কাছে উপরিউক্ত ই-রিসোর্সগুলির যথাযথ ব্যবহারের অনুরোধ রইল।

মূল গ্রন্থাগারের প্রবেশ পথে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট রাখা আছে। যার মধ্যে কলেজে পাঠ্য বিষয়গুলির গ্রন্থ, লেখক কার্ড ও আখ্যা কার্ডে ভাগ করে রাখা আছে। যাতে ব্যবহারকারীরা সহজেই তাদের আকাঙ্খিত গ্রন্থটি খুঁজে পেতে পারে।

গ্রন্থাগার পরিষেবাকে আরও উন্নত করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপ বিদ্যাসগার কলেজের কেন্দ্রীয় দ্রন্থাগার বেশ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল লাইব্রেরী অটোমেশন প্রজেক্ট, ওয়েব ওপেক, ইন্সটিটিউশনাল রিপোজিটারী, ডিজিটাল লাইব্রেরী, বারকোডিং প্রভৃতি। গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতি, গ্রন্থাগার কর্মীবৃন্দ ও কলেজের ব্যবহারকারীর সহযোগিতা, অদম্য উৎসাহ ও পরিকল্পনার সঠিক রূপায়নই আমাদের গ্রন্থাগারটিকে ক্রমবর্ধনশীল ও সমৃদ্ধ করে তুলবে।

গ্রন্থাগার হল সভ্যতার দর্পণ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রন্থাগার যেমন একটি দেশের সার্বিক সাংস্কৃতিক বিকাশগত মান নির্ধারণের অন্যতম সূচক, তেমনি গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড স্বরূপ। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার পরিবেশ ও এর গুণগত মান ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রাণ স্পন্দনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দেশের নাগরিকদের জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, গবেষণা নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শিক্ষা গ্রহণে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের ভূমিকা অনুস্বীকার্য। স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জ্ঞান ও তথ্য সহজ লভ্য করার দায়িত্ব হল গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোর, এই প্রত্যয়কে ভিত্তি করে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থাকে আরো উন্নততর রূপে গড়ে তুলতে হবে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল - ২০১৭

ইভেন্ট	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১০০ মিঃ রান (পুরুষ)	দেবাশিস নাগ বি.এ ১ম বর্ষ	অভিজিৎ ঘোষ বি.এ ২য় বর্ষ	জুহিন শেখ বি.এ ১ম বর্ষ
১০০ মিঃ রান (মহিলা)	সুস্মিতা শিকারি বি.এ ১ম বর্ষ	সুনেত্রা দাশ বি.এ ২য় বর্ষ	সোমা দেবনাথ বি.এ ১ম বর্ষ
২০০ মিঃ রান (পুরুষ)	দেবাশিস নাগ বি.এ ১ম বর্ষ	প্রকাশ রাজবংশী ৩য় বর্ষ বাংলা	বিশ্বজিৎ চাদ ২য় বর্ষ বাংলা
২০০ মিঃ রান (মহিলা)	সুনেত্রা দাশ বি.এ ২য় বর্ষ	সুস্মিতা শিকারি বি.এ ১ম বর্ষ	ইন্দ্রানী দেবনাথ বি.এ ১ম বর্ষ
৪০০ মিঃ রান (পুরুষ)	অনুপ প্রামানিক বি.এ ২য় বর্ষ	প্রকাশ ঘোষ বি.এ ২য় বর্ষ	অরূপ প্রামানিক বি.এ.সি ৩য় বর্ষ
৪০০ মিঃ রান (মহিলা)	সুনেত্রা দাশ বি.এ ২য় বর্ষ	সুস্মিতা শিকারি বি.এ ১ম বর্ষ	নন্দিতা দাশ বি.এ ৩য় বর্ষ
৮০০ মিঃ রান (পুরুষ)	পরেশ দেবনাথ	সুব্রত সাহা	প্রকাশ ঘোষ
১৬০০ মিঃ রান (পুরুষ)	অভিজিৎ ঘোষ	পরেশ দেবনাথ	অরূপ প্রামানিক
লং জাম্প (পুরুষ)	নেপাল কুণ্ডু বি.এ ২য় বর্ষ	রাজীব সেখ সংস্কৃত ১ম বর্ষ	প্রকাশ রাজবংশী বাংলা ৩য় বর্ষ
হাই জাম্প (পুরুষ)	সুখরঞ্জন বিশ্বাস বি.এ ১ম বর্ষ	দেবকান্ত হালদার বাংলা ১ম বর্ষ	অরিন্দম ঘোষ বি.এস.সি ৩য় বর্ষ
ডিসকাস (পুরুষ)	প্রীতম দাশ ইংরাজী ২য় বর্ষ	শুভজিৎ ঘোষ বি.এ ২য় বর্ষ	প্রকাশ রাজবংশী বাংলা ৩য় বর্ষ
ডিসকাস (মহিলা)	নন্দিতা দাশ বি.এ ৩য় বর্ষ	জুহিতা ঘোষ ইংরাজি ২য় বর্ষ	তানিয়া পাল সংস্কৃত ২য় বর্ষ
শট্‌পুট (পুরুষ)	প্রীতম দাশ ইংরাজী ২য় বর্ষ	শুভজিৎ ঘোষ বি.এ ২য় বর্ষ	রাজীব সোম সংস্কৃত ১ম বর্ষ
শট্‌পুট (মহিলা)	জুহিতা ঘোষ ইংরাজী ২য় বর্ষ	নন্দিতা দাশ বি.এ ৩য় বর্ষ	ঐন্দ্রিলা হালদার ইংরাজী ২য় বর্ষ

রিলে রেস (পুরুষ)	প্রকাশ রাজবংশী	অভিজিৎ ঘোষ	চিরঞ্জিৎ মণ্ডল
রিলে রেস (মহিলা)	নন্দিতা দাস	সাবিকা পারভিন	সর্বানী ঘোষ
স্টাফ ওয়াকিং রেস (পুরুষ)	অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ	অধ্যাপক অখিল সরকার	ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী
স্টাফ ওয়াকিং রেস (মহিলা)	অধ্যাপিকা দময়ন্তী ভট্টাচার্য	ডঃ মধুবন দত্ত	শ্রীমতী মাধুরী সাউ
স্টাফ ১০০ মিঃ রান	শ্রীদীপঙ্কর দাস	শ্রীস্বপন দেবনাথ	শ্রী সৌরভ দেবনাথ

বয়েজ চ্যাম্পিয়ান — দেবাশিস নাগ

গার্লস চ্যাম্পিয়ান — সুনেত্রা দাশ

আন্তঃ-ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল - ২০১৭

ইভেন্ট	বিজয়ী (উইনার)	বিজিত (রানার্স)
ক্রিকেট (ইন্ডোর)	*বজরঙ্গবলী (টিম)*	*ব্ল্যাক ডায়মণ্ড(টিম)*
	শুভজিৎ ঘোষ	বিক্রম সাহা
	পিয়াস পাল	রোহন রায়
	কৃষ্ণেন্দু সাহা	অয়ন ভট্টাচার্য
	হৃক হালদার	বিশ্বজিৎ দাশ
	সায়ন ঘোষ	কর্ম হারি
	প্রশান্ত হাজরা	শুভজিৎ দেবনাথ
	চিরঞ্জয় দাশ	ভাস্কর রায়
		সঞ্জয় ঘোষ
র‍্যাকেট (পুরুষ)	রঘুনাথ দাশ	দামোদর হালদার
	সুমন বিশ্বাস	দেবযানী দত্ত
র‍্যাকেট (মহিলা)	ঐন্দ্রিলা হালদার	লিম্পা দাশ
	তানিয়া পাল	
দাবা (পুরুষ)	সায়ন ঘোষ	
	সৌমেন কর্মকার	
দাবা (মহিলা)	তানিয়া পাল	
	ঐন্দ্রিলা হালদার	

ইভেন্ট	বিজয়ী (উইনার)	বিজিত (রানার্স)
লুডো (মহিলা)	তানিয়া পাল	রিয়া বিশ্বাস
ক্যারাম (পুরুষ)	আদিত্য বড়াল	পিয়াস পাল
	বিকাশ দাস	তন্ময় সাহা
ক্যারাম (মহিলা)	তানিয়া পাল	রিয়া সাহা
	ঐন্দ্রিলা হালদার	লিম্পা দাস
ভলি বল	*বিদ্যানগর টিম (উইনার)*	*ম্যাঞ্চেস্টার - জি টিম (রানার্স)*
	শুভম দাশ	সৌরভ ঘোষ
	গৌরব বিশ্বাস	প্রকাশ ঘোষ
	অম্লান দেবনাথ	মিঠুন ঘোষ
	কৃষ্ণ হালদার	জগন্নাথ ঘোষ
	সন্দীপ হালদার	বাপ্পা ঘোষ
	অমর্ত্য বিশ্বাস	সুমন ঘোষ
	সঞ্জয় নাথ	রাহুল ঘোষ
	শুভ দেবনাথ	

ছাত্র সেমিনার - পদার্থবিদ্যা বিভাগ

ছাত্র সেমিনার-
উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
রসায়ন বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
সংস্কৃত বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
বাংলা বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ

কলেজের কথা

কলেজের উন্নয়ন ঃ

নদীয়া জেলার এই কলেজটির পথ চলা শুরু সেই ১৯৪২ সাল থেকে। এই সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি নানাবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণের লক্ষ্যে তার অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। NAAC মূল্যায়ণ তার অন্যতম উদাহরণ। গত ২০ ও ২১শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে NAAC এর Peer Team আমাদের কলেজ পরিদর্শনে এসে সন্তোষজনক গ্রেডে কলেজকে মূল্যায়িত করেছেন। এছাড়াও অতি সম্প্রতি RUSA-য় নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ 'মডেল কলেজ' হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, যার ফলে পরিকাঠামো সহ কলেজের নানা ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথটি আরও সুগম হয়েছে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কর্মসূচীর মধ্যে কলেজের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কাজ, গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগার গুলিকে আরও উন্নত করে যথোপযুক্তভাবে গড়ে তোলা, ছাত্রী আবাস, তপশিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। কলেজের বিজ্ঞান ভবনের পিছনে ত্রিতল ভবনটি নির্মাণের ফলে অপ্রতুল শ্রেণীকক্ষ সহ ছাত্র পরিষেবাকে আরও উন্নত করা সম্ভব হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পঠনপাঠনের জন্য কলেজের বিজ্ঞান ভবনে একটি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরী করা হয়েছে। বিজ্ঞান ভবনের পিছনে ফাঁকা জায়গাটি খেলার উপযোগী করে তোলা হয়েছে এবং সেখানে বিভিন্ন রকম বৃক্ষ রোপণ করে একটি মনোরম উদ্যান তৈরী করা হয়েছে।

কলেজের পঠনপাঠনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কলেজে যে ছাত্র-সেমিনার এবং দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশের রীতি আছে তাতে ছাত্র-ছাত্রীরা খুবই উৎসাহ, উদ্দীপনার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭, কলেজের সমস্ত বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

অতি সম্প্রতি সমস্ত বিভাগেই বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে ছাত্র-সেমিনার। বক্তব্য উপস্থাপনায়,প্রশ্নোত্তর পর্বে ও আলোচনায় শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সেমিনারই খুব উৎকৃষ্ট মানের হয়েছিল, বলা যায়। গত ৬ই এপ্রিল সংস্কৃত বিভাগের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের সেমিনারটিও খুবই মনোজ্ঞ হয়েছিল। কলেজের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের পরিশীলিত অনুশীলন ও উপস্থাপনা খুবই প্রশংসনীয়। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি বছরের মতো এবারও বিভিন্ন বিভাগ (উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, পরিবেশ বিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পদার্থবিদ্যা ও বাংলা) থেকে নানা উল্লেখযোগ্য স্থানে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়।

অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমাদের অধ্যাপকরা শুধুমাত্র অধ্যাপনার কাজে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি, বিদ্যাচর্চার নানা ক্ষেত্রে তাঁরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণার কাজ করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক অসীম কুমার বিশ্বাস এবং ইংরাজি বিভাগের অধ্যাপক অরুণ কুমার বিশ্বাস। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ নির্মেলেন্দু গণাই জার্মানীতে পোষ্ট ডক্টরাল গবেষণা শেষ করে কলেজে যোগদান করেছেন গত ১৩ই জানুয়ারী, ২০১৮। অধ্যাপকদের অনেকেই UGC-র অর্থানুকূল্যে Minor Research Project-এ যুক্ত আছেন। DST-র অর্থানুকূল্যে Major Research Project -এ যুক্ত আছেন রসায়ন বিভাগের ডঃ সোমা শেঠ (দুলে)। গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দেবীপ্রসাদ আচার্যের তত্ত্বাবধানে একজন গবেষক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেছেন এবং আরও দুজন প্রাপ্তির অপেক্ষায়। ডঃ আচার্য ও অধ্যাপকদের অনেকেই নানা জার্নালে তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার/ওয়ার্কশপে যোগদান করেছেন এবং তাঁদের গবেষণার ওপর বক্তব্য রেখেছেন।

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ নির্মাল্য দাশের প্রদর্শিত একটি পোষ্টার খানাকুল কলেজে আয়োজিত ন্যাশনাল সেমিনারে প্রথম পুরষ্কার লাভ করেছে। এ বছর Orientation Programme করেছেন রসায়ন বিভাগের ডঃ ভাস্কর চ্যাটার্জী ও ডঃ সোমা শেঠ (দুলে) এবং Refresher Course করেছেন ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরুণ কুমার বিশ্বাস ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার বিশ্বাস। সমাজের বৃহত্তম জগতে নিজেদের ছড়িয়ে দেওয়ার এই প্রয়াস ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরূপ কাজে উদ্দীপিত করবে।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য এবং দৈনিক পাঠক্রম বহির্ভূত নানা প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন আইন-কানুন, মানবাধিকার, মেয়েদের অধিকার, উপযুক্ত চাকরি লাভের উপায় ইত্যাদি ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা প্রসারের জন্য কলেজের Career Counselling Cell সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৮, এই Cell -এর উদ্যোগে Supreme Knowledge Foundation Group of Institute নামে একটি সংস্থা কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে Quiz Contest "PROJNAN" (প্রজ্ঞান) পরিচালনা করে এবং তাতে ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল সন্তোষজনক। ঐ দিনই কলেজে District Legal Authority-র উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য Legal Literacy Club প্রবর্তনের পরিকল্পনায় একটি Legal Awareness Programme-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তা ছিলেন কালনা কোর্টের বিচারক শ্রীমতী মধুমিতা বসু ও শ্রীমতী সুস্মিতা মুখার্জি। গত ২১শে আগষ্ট, ২০১৭ তারিখে NUGEN নামে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল সংস্থা এবং Career Counselling Cell-এর যৌথ প্রয়াসে কলেজে আয়োজিত হয় একটি সেমিনার — "An Orientation Programme on Pharmaceutical Marketting." বক্তা ছিলেন সংস্থার রিজিওনাল মার্কেটিং ম্যানেজার শ্রীপ্রশান্ত ভৌমিক। Eastern Institute for Integrated Learning in Management -এর সহায়তায় ১৯শে জানুয়ারী, ২০১৮, কলেজে অনুষ্ঠিত "Trends of Management Thoughts and Practices and its Impacts on Building Successful Career" শীর্ষক

সেমিনারে বক্তা ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ আর.পি. ব্যানার্জী। অধ্যাপকদের CAS সংক্রান্ত নানা বিষয়ে অবগত করার জন্য গত ১৭ই এপ্রিল কলেজে আয়োজন করা হয়েছিল একটি আলোচনা সভার। তাতে বক্তব্য রাখেন বিকাশ ভবনের ADPI মাননীয় শ্রী পি.কে. ঘড়া মহাশয়।

আরেকটি গর্বের বিষয় যে আমাদের কলেজ কন্যাশ্রী প্রকল্পে "Best Institution" এর খ্যাতি অর্জন করে পুরস্কার লাভ করেছে।

বিদ্যাসাগর তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন —

নানান সমাজসেবামূলক কর্মসূচী রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তিরোধান দিবস পালিত হল। প্রতি বছরের মতই এবারেও স্থানীয় প্রতাপনগর হাসপাতালে রোগীদের ফল-মিষ্টি দান, নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক বিপ্লব বাগ্‌দী মহাশয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা —

স্থানীয় নির্ভীক সমিতির মাঠে গত ২১শে ও ২২শে ডিসেম্বর, ২০১৭ কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় বিধায়ক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও পৌরাধিপতি শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা মহাশয়ও। কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণ এই অনুষ্ঠানে বাড়তি উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা ও মাননীয় শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা মহাশয়। ছাত্রদের মধ্যে দেবাশিস নাগ ও ছাত্রীদের মধ্যে সুনেত্রা দাশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

এন.সি.সি. – একটি প্রতিবেদন ঃ

নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজ NCC ইউনিট এর ছেলেদের দুটি কোম্পানি ও মেয়েদের একটি কোম্পানি রয়েছে। এটি পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ইউনিট। ছেলেদের কোম্পানি দুটি 54 BN Bengal NCC (Kalna)-র অন্তর্ভূক্ত এবং মেয়েদের কোম্পানিটি 3 Bengal (Girls) NCC কল্যাণীর অন্তর্ভুক্ত। মোট বয়েজ ক্যাডেট-এর সদস্য সংখ্যা ২৭০ এবং গার্লস ক্যাডেট ১৬০ জন। এখানকার ক্যাডেটরা রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সমাজসেবামূলক কাজ ছাড়াও নিয়মিত NIC ক্যাম্প, RDC ক্যাম্প, আর্মি অ্যাটাচমেন্ট ক্যাম্প, রাস ফেস্টিভেল, TSC ক্যাম্প, ট্রেকিং ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমান বছরে প্যারেড কলেজের মাঠেই করা হচ্ছে।

এবছর RDC ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেছে একজন বয়েজ ক্যাডেট পরমেশ্বর হাজরা। NCC Officer Lt. Akhil Sarkar মহাশয়ের উপস্থিতিতে এ বছর ১৫ই আগষ্ট এবং ২৩ শে জানুয়ারী পালন করা হয় ও মাননীয় পৌরাধিপতি শ্রী বিমান কৃষ্ণ সাহা মহাশয় এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা (প:ব: সরকার) মহাশয়ের উপস্থিতিতে ২৬শে জানুয়ারী পালন করা হয়।

YOGA DAY, স্বচ্ছ-ভারত অভিযান এবং বিভিন্ন সেবা মূলক কাজ ক্যাডেটরা করে থাকে।

বর্তমানে যারা দায়িত্বে আছেন ঃ—

১। এন.সি.সি অফিসার (বয়েজ) ANO ট্রেনিং প্রাপ্ত অধ্যাপক অখিল সরকার (Associate National Cadet Corps Officer)

২। অধ্যাপক রাজ কুমার মণ্ডল

৩। এন.সি.সি. (গার্লস) — ডঃ সোমা মণ্ডল

৪। এন.সি.সি. করণিক — শ্রীদেবব্রত মোদক

(মো. - ৯৭৩২১৬৯৮২২)

প্রসঙ্গত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে

অধ্যাপক অখিল সরকার নাগপুরে ANO ট্রেনিং কোর্স চলাকালীন সেখানে আয়োজিত "History of yoga in ancient to modern times" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

এন.এস.এস. ঃ একটি প্রতিবেদন

আমাদের কলেজে একটি N.S.S Unit আছে।

বর্তমানে NSS-র Unit Programme Officer Dr Anup Kr. Saha। তিনি সম্প্রতি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে NSS সংক্রান্ত Work Shop করেছেন। মোট সদস্য - ১০০ জন কলেজ Unit মূলত দু'ভাবে কাজ করে, একটি হ'লো Regular activity অন্যটি হ'লো Special Camp. Regular Activity-র মধ্যে নিকটবর্তী এলাকার সমস্ত মানুষকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, Vaccine-এর প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করা হয়। এছাড়াও Safety of the girl children (বালিকাদের নিরাপত্তা) বিষয়ে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করার জন্য বিশেষ করে মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কতগুলো Board নির্মাণ করা হয়েছে। ৫। প্রতি বছর আমাদের কলেজে ১৫ই আগষ্ট এবং ২৬শে জানুয়ারী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপিত হয়।

গত ৯ই মার্চ সিদ্ধেশ্বরী পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রসারের কাজে একটি শিবির হয় কলেজের N.S.S ইউনিটের পক্ষ থেকে। ইউনিটের কনভেনর ডঃ অনুপ কুমার সাহা এবং শিক্ষাকর্মী শ্রী দেবব্রত মোদকের যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য বিষয়ক পণ্য প্রদান করা হয়।

ইউনিটের সদস্যরা আঞ্চলিক মানুষদের জীবনযাত্রার মান, ছেলেমেয়েদের এবং বিশেষ করে মেয়েদের স্কুলে পড়ার হার ইত্যাদি বিষয়ে সমীক্ষা চালাচ্ছেন। ইউনিটের উদ্যোগে গত ৫ই জুন ২০১৮ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে।

রক্তদান শিবির ঃ কলেজের ছাত্র সংসদ, এন.সি.সি. এবং এন.এস.এস. -এর মিলিত প্রচেষ্টায় গত ৮ই মার্চ, ২০১৮ তারিখে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানের এই কর্মসূচী অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন পর্বে বক্তব্য রাখেন মাননীয় বিধায়ক শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ সাহা মহাশয়, পৌরপতি মাননীয় শ্রীবিমানকৃষ্ণ সাহা মহাশয় এবং অধ্যক্ষ ডঃ অরুণ কুমার মণ্ডল। প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এছাড়াও শিক্ষকদের মধ্যে রক্তদানে এগিয়ে আসেন অধ্যাপক দীপাঞ্জন ঘোষ এবং অধ্যাপক বিপ্লব বাগ্‌দী এবং শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে শ্রীমতী মাধুরী সাহু।

প্রকাশনা উপসমিতির কথা ঃ কলেজের বার্ষিক পত্রিকা ছাড়াও কলেজের প্রকাশনা উপসমিতির পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের মননশীল প্রবন্ধে সমৃদ্ধ টিচার্স জার্নাল, সমস্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতার প্রকাশের আধার হিসেবে দেওয়াল পত্রিকা এবং কলেজের সংবাদ নিয়ে ''কলেজ বার্তা" বা নিউজ লেটার প্রকাশ করা হয়। প্রকাশনার নানা কাজের সঙ্গে যুক্ত কলেজের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং কলেজের বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে এবং কান্তি প্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হচ্ছে।

ছাত্র সেমিনার
ইতিহাস বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
ইংরাজী বিভাগ

ছাত্র সেমিনার
দর্শন বিভাগ

NAAC Peer Team-এর কলেজ পরিদর্শন